জঙ্গ্ বাহাদুর

(রাণা)

নাটক

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী, এম. এ.

ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক, রাজ্ কলেজ, নেপাল।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক—আনন্দমোহন কলেজ, ঢাকা কলেজ ও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(পাঁচ সিকা)
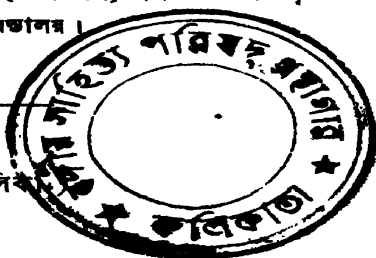
১১৫নং দয়াগঞ্জ রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

3 Forms Printed by Sheik Abdul Gunny,
at the Alexandra S. M. Press, Dacca,
and the rest Printed at the
Hena Press, Dacca.

ভারত-মনীষী

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

স্মৃতিকল্পে

উৎসর্গীকৃত হইল।

পূর্ব্ব-কথা

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নেপালের ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন। নেপালের যাহা কিছু সবই আমাদের নিকট নূতন। অথচ নেপাল একটি স্বাধীন শক্তিমান হিন্দুরাজ্য। নেপালীরা হিন্দু।

রাজদরবারের দাসীদিগকে কেটি বলা হয়। তাহাদের কেহ কেহ সদ্বংশসম্ভূতা। নেপালে কেটি বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু পরিবর্ত্তন নাটকে করিতেই হয়। পরিবর্ত্তনটি পুস্তকের শেষ অংশে, যাঁহারা নেপালের ইতিহাসের কিছু জানেন, তাঁহাদের নিকট হয় ত ধরা পড়িবে।

"আমরা নেপালকে জানি, আর নেপাল আমাদের জানুক" এ যুগে এ ভাব ভারতীয় হিন্দুদের হওয়ার প্রয়োজন আছে। ইতি—

নেপাল,
বিজয়া দশমী,
১৩৩১

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী

চরিত্র

পুরুষ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ	... ...	নেপালের অধীশ্বর
সুরেন্দ্র বিক্রম	... ...	যুবরাজ
ফতেজঙ্গ	... ...	মন্ত্রী
খড়্গ বাহাদুর	... ...	ঐ কেটি পুত্র
বেলনার সিং	... ...	জনৈক বড় হাকিম
জঙ্গবাহাদুর	... .	ঐ পুত্র
রণদীপ, ধীর সামশের	...	বেলনার সিংএর পুত্রগণ
বিজয়সিং	... ...	ঐ ভ্রাতা
গগন সিং	... ..	জনৈক জেনেরেল
রণেন্দ্র	...	নেপালরাজের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান
মহাবীর	.. . .	ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মাতবর সিংএর পুত্র
হরনারায়ণ	... ...	দূত
লালজা	...	ঘাতক

নারী

মৈনাকী	... ...	পার্ব্বত্য বালিকা
লক্ষ্মীবাই	... ...	মহারাণী
করুণা	.. ...	গগনসিংএর পত্নী
লতিকা	... ...	ঐ কন্যা
তরুণা	... ...	রাজদরবারের জনৈক কেটি
হিরণ্ময়ী	... ...	ঐ

প্রহরীগণ, দূতগণ, কেটিগণ, গুর্খাগণ।

প্রথম অঙ্ক

১

রাজপথ—মধ্যরাত্রি

রাঘব ও প্রহরী

প্রহরী—কে রে?

রাঘব—আমি।

প্রহরী—কে তুই?

রাঘব—জেনেরেল গগনসিংহের সিপাহী।

প্রহরী—এত রাত্তিরে কোথা যাচ্ছিলি?

রাঘব—জেনেরেল সাহেবের কাজে গেছলুম।

প্রহরী—তোপ পড়ে গেছে তা জানিস্ ?

রাঘব—জানি বৈ কি।

প্রহরী—তবে যে বাইরে ?

রাঘব—রাণী সাহেবার রাজ্যে আবার তোপ কিরে ? সে রাজাদের আমলে ছিল। রেখে দে তোর তোপ !

(প্রস্থান)

প্রহরী—বাপ্‌রে ! কি ভয়ানক কাণ্ড ! এ হলো কি ? রাণী রাজত্ব কচ্ছেন বলে আইন কানুন থাক্‌বে না ? যার যা ইচ্ছে হয় সে তাই কর্‌বে ? তবে আমরাই বা আছি কেন ? যার যখন যা' ইচ্ছে সে তাই বলে যাবে---কিছু বল্লে রাণীমার দোহাই দেবে—জেনেরেল গগনসিং সাহেবের দোহাই দেবে। দেশটা কি শেষে অরাজকের পথে চল্লো ? রাজা তো রাজ্যের হাল ছেড়ে দিয়েছেন। রাণীমাও যদি এভাবে রাজত্ব করেন তবে আর উপায় দেখ্‌ছিনে। মুখোমুখী গগনসিং সাহেবের দোহাই দিয়ে আইন কানুন ভেঙ্গে যায়—আর আমাদের মুখটি তুলে কিছু বলবার শক্তি নেই—বল্লে জায়গীর খস্‌বে। কি জানি বাবা পশুপতিনাথ কবে এর নিষ্কৃতি করবেন !

(নেপথ্যে)

বড় বেশী দিন নেই প্রহরি! যখন প্রহরীর প্রাণে রাজ্যের চিন্তা ঢুকেছে তখন আর দেরী নেই।

(মৈনাকীর প্রবেশ)।

প্রহরী—কে মা তুই ?

মৈনাকী— আমি মৈনাকী।

প্রহরী—এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস্ মা ?

মৈনাকী—পাগলের রাজ্যে পাগলিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

(প্রস্থান)

প্রহরী—এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি। এত সুন্দর—এত খোলা প্রাণের—কত কি বলে—অথচ কি বলে কিছুই বুঝি নে। দেখলেই যেন প্রাণটা আহ্লাদে মেতে ওঠে। মনে হয় যেন কোন দেববালা ছদ্মবেশ নিয়ে এই হতভাগ্য দেশের মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

২

প্রাসাদ কক্ষ

রাণী ও রণেন্দ্র

রাণী—রণু! বাবা!

রণেন্দ্র—কি মা?

রাণী—বল্‌ত তুই রাজা হবি কিনা?

রণেন্দ্র—আমি কেন রাজা হব মা? দাদা আছেন—তিনি রাজা হবেন—আমি দরবারের দিন তাঁর মাথায় ছাতা ধরবো।

রাণী—ছিঃ বাবা ! অমন কথা বল্‌তে নেই। আমি তোকে রাজা কর্‌বার জন্য পাগলিনী হয়েছি—মহারাজের হাত থেকে সমুদয় ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি—গগনসিংকে মন্ত্রীত্ব দেবো মনে করেছি—তুই রাজা হবি না ? আর সেই হতভাগীর ছেলে রাজা হবে ? অমন কথা বল্‌তে নেই।

(গগনসিং এর প্রবেশ)

গগন—এ দাস মহারাণীকে অভিবাদন কর্‌ছে।

রাণী—এসো গগন—প্রহরি !

প্রহরী—হুজুর।

রাণী—রণুকে টুঁড়ীখালের মাঠে হাতীতে করে বেড়িয়ে নিয়ে আয়—এখন কাওয়াজ হচ্ছে—কোথায় কোন রেজিমেণ্ট সৈন্য থাকে—তার বডি-গার্ড যেন তাকে দেখিয়ে দেয়।

প্রহরী—যে আজ্ঞে !

(রণেন্দ্র ও প্রহরীর প্রস্থান)

রাণী—গগন !

গগন—মহারাণি !

রাণী—আমি তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা জান ?

গগন—বেশ জানি মহারাণি! আমি সামান্য একটি সুবাদার ছিলুম—মহারাজের বডি-গার্ডদের দলে কোথায় মিশে থাকতুম কেউ জানত না। আজ মহারাণীর অনুগ্রহে আমি জেনেরেল হয়েছি। নেপালের তিনটি সেনাবাহিনী আমার হাতে।

রাণী—শুধু তা নয়, গগন। তোমাকে যেদিন দেখেছি সেদিনই আমার প্রাণটি কি এক পুলকে নেচে উঠেছিল। সেদিনই মনে হয়েছিল যেন তোমার মত সাহসী কর্ত্তব্যপ্রাণ সুন্দর যুবক এ জগতে আর একটি নেই। সেদিনের খবর তুমি জাননা, গগন! তখন তুমি ভয়ে ভয়ে দূরে থাকতে, আমার কাছে আস্তে সাহস কর্ত্তে না। দূর হতে সেলাম করে আবার দূর হতেই ফিরে যেতে। আজ আমি রাজ্যের মালিক। তোমাকে কাছে আন্বার সুযোগ পেয়েছি। তুমি আমার হয়ে আমার রণেন্দ্রকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা কর্‌বে। কর্‌বে ত গগন?

গগন—নিশ্চয়ই কর্‌বো, মহারাণি!

রাণী—আর সে কথা।

গগন—কি কথা, মহারাণি!

রাণী—তুমি আমার হয়ে—

গগন—আমি ত মহারাণীর চিরদাস।

রাণী—দাস হবে কেন গগন? তুমি নেপাল রাজ্যে আমার প্রাণেশ্বর হয়ে থাকবে!

গগন—মহারাণি?

রাণী—কি, গগন?

গগন—এই হতভাগার প্রতি আপনার এত কৃপা হবে, তা'ত কখনো ভাবিনি।

রাণী—কত বিষয়ই ত ভাবনা, গগন! যখন সুবা হয়ে দুয়ারে দাঁড়াতে, তখন কি জেনেরেল হবে একথা ভেবেছিলে? যখন জেনেরেল হলে, তখন তোমাকে সমস্তটা কান্তি-পুরের রাজা করে দেবো—অমন কথা ভেবেছিলে? আজ ও না হয় অভাবনীয় কিছু ভাবতে হল। এ আর তেমন বেশী কি, গগন?

গগন—কিন্তু আমার এ অদৃষ্ট থাকবে কি? মহাশৈলের শৃঙ্গ হতে হঠাৎ ভূতলে পড়ে একেবারে চূর্ণ হয়ে যাব নাত? কত জেনেরেল, কত সুবা আমার এই উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। জঙ্গবাহাদুর আমার ছায়া ও সহ্য কর্ত্তে পারে না—আমার ভয় হয়—

রাণী—কোন ভয় নেই, গগন! কারো সাধ্য নেই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। জঙ্গবাহাদুর তোমায় কি কর্ব্বে? সে যে আমার ক্রোধানলে মুহূর্ত্তে পতঙ্গের মত ভস্মসাৎ হয়ে যেতে পারে। কোন ভয় করোনা, গগন! তুমি চিরকাল আমার হয়ে থেকো। আমার রণেন্দ্রকে সিংহাসনে বসবার সহায়তা করো।

গগন—যে আজ্ঞে মহারাণি!

রাণী—তুমি রোজই তা'হলে দরবারে আস্‌বে—সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থাক্‌বে?

গগন—যে আজ্ঞা মহারাণি!

(প্রস্থান)

রাণী—আমার ইচ্ছে হল গগনকে একটি বার আলিঙ্গন করি; কিন্তু সাহস হল না। প্রাণ বল্ল—কিন্তু পাল্লুম না। কেন এমন হয়? যে আমার আদেশে আজ নেপাল দেশ আলোড়িত হবে—জেনেরেল সর্দ্দার সব কম্পিত হয়ে উঠ্‌বে—সমস্ত রাজ্যময় প্রজাদের মধ্যে একটি বিষম সাড়া পড়্‌বে—সে আমার প্রাণ কেন এত দুর্ব্বল হয়? ভালবাসা! তুমি রাজ্যের মহারাণীকে ও নিঃসাহস করে দাও? কা'কে আমার ভয় হলো?

মহারাজকে ! মহারাজ ত আমার হাতের পুতুল—রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কেটির রাজ্যে বিলাসিতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তবে কাকে আমার ভয় ? না, আমি আর ভয় করবো না। ভয়ের তুফানে প্রেম যে অহঃরহঃ হাবুডুবু খেতে থাকে—তার মাথাটি তোলবার শক্তি থাকে না।

৩

বেলনারসিংএর গৃহ।

মৃত্যুশয্যায় বেলনারসিংহ, জঙ্গবাহাদুর রণদীপসিং ও ধীর সামশের।

বেলনার—বাবা জঙ্গ!

জঙ্গবাহাদুর—কেন বাবা? এত কাতর হচ্ছ কেন? ডাক্তার বলে গেল কোনও ভয় নেই—শুধু সেরে উঠতে সময় লাগবে।

বেলনার—ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করোনা, বাবা। আমার প্রাণ আমার ভিতরে কেমন নড়্ছে। আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচবো না। একটি কথা তোমাকে বল্বার ছিল—বহুদিন বলি নি। তুমি বড় দৃঢ়মতি ছেলে; পাছে ভয়ানক কোন প্রতিশোধ নেও সে ভয়ে বলিনি। আজ মৃত্যুর সময় বলে যাব। না বল্লে আমি মর্ত্তেও পাচ্ছি নে—তাই বলে যাব।

জঙ্গবাহাদুর—কেন বাবা তুমি অস্থির হচ্ছ? তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় বল। আমি তোমার কথা প্রাণপণ রক্ষা কর্বো।

বেলনার—কর্বে জঙ্গ?

জঙ্গবাহাদুর—কর্বো বাবা, নিশ্চয়ই কর্বো।

বেলনার—তবে প্রতিজ্ঞা কর!

জঙ্গবাহাদুর—এই প্রতিজ্ঞা কল্লুম। পৃথিবী শুনুক—আকাশ শুনুক—বাতাস শুনুক—স্বর্গের দেবতারা শুনুক—অন্তরের অন্তঃস্থলের ভগবান শুনুক—আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি বাবা, আমি তোমার কথা রক্ষা করব।

বেলনার—(উত্থানোত্থত) তবে প্রতিজ্ঞা কর—তুমি তার প্রতিশোধ নেবে না। যদি কোন দিন তোমার এমন দিন হয়, যদি দেবতারা তোমাকে এমন দিন দেন যেদিন

সমগ্র নেপাল তোমার ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠ্‌বে—নেপালের রাজা জেনেরেলেরা তোমার চরণে লুটিয়ে পড়বে—তোমার অনুগ্রহকে স্বর্গের সুখ মনে কর্‌বে—সেদিন প্রতিশোধ নেবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার সেদিন হবে। বিজয়লক্ষ্মী তোমার শিরে হীরার মুকুট পরাবার জন্য তৈরী হয়ে আছেন—সেদিন প্রতিশোধ নেবে না!

জঙ্গবাহাদুর—কিসের প্রতিশোধ, বাবা? কে তোমার প্রাণে অমন আঘাত দিয়েছে যে তার পশুচরিত্র অমন সময় ও তোমাকে আকুল ক'চ্ছে? বল বাবা! বল।

বেলনার—তবে প্রতিশোধ নেবে না, বল; সে যখন জানু নত করে তোমার কৃপা ভিক্ষা কর্‌বে তখন তাকে কৃপা দেবে, বল। শুধু স্মরণ করায়ে দেবে জঙ্গ সেদিনের কথা—সেই একটি দিন যেদিন সর্ব্বস্ব হারা হয়ে—তোমাদের সেই সতী মায়ের রোদনে পাগলের মত হয়ে অন্নাভাবে তার কৃপা ভিক্ষা কর্ত্তে গেছ্‌লুম—তার কাছে পঞ্চাশটি মোহর চাইতে গেছ্‌লুম—সে দিয়েছিল না। সেদিন তাকে বলে এসেছিলুম—আমার সুদিন হবে—আমার ছেলের শিরে একদিন বিজয়লক্ষ্মী বিজয়মুকুট পরাবেন। তখন সে তোদের দ্বারস্থ হবে। তোদের

কৃপা পেলে নিজকে কৃতার্থ মনে কর্‌বে। সে কে জান জঙ্গ? সে তোমার খুড়া বিজয়সিং। প্রতিশোধ নিসনে, বাবা! শুধু একটি কথা বলে দিস্—আমার সে দিনের কথাটি। বলো—রাজা আমার প্রতি নিঠুর ছিল বলে সে ভাই হয়ে ও আমার প্রতি নিঠুরতা করেছিল। শুধু একথাটি বলো—আর কিছু বলো না। প্রতিশোধ নিওনা, জঙ্গ! বলো বাবা, নেবেনা!

(মূর্চ্ছিত)।

জঙ্গবাহাদুর—বাবা! বাবা! তোমার কথা শিরোধার্য্য কল্লুম। তুমি কোথায় যাচ্ছ, বাবা? ধীর! রণদীপ। দেখ, দেখ, বাবা বুঝি মোদের আর ইহজগতে নেই।

রণদীপ ও ধীর সামশের—বাবা! বাবা!

বেলনার—(ক্ষীণকণ্ঠে) তবে আমি যাই, বাছা! বিজয়লক্ষ্মী তোদের আশীর্ব্বাদ করুন—না-রা-য়-ণ।

জঙ্গবাহাদুর, রণদীপ ও ধীর সামশের—বাবা! বাবা!

৪

প্রাসাদকক্ষ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কেটিগণ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—(মদিরাসক্ত) বাঃ! বাঃ! এই ত রাজত্ব। রাজ্যের বোঝা বয়ে মরা কি রাজত্ব? সে যে গাধার বোঝা। যে কয়দিন বয়েছিলুম—উঃ! কি জ্বালা! তাই ছেড়ে দিয়েছি। রাণী বেশ চতুর—যাহোক, সেরে নেবে—

বাঃ! কেটিগুলো কি সুন্দরী! এক একটী যেন অপ্সরা—কুমারী বয়সে এনে দাসী করা হয়—তা দাসীও ওরা নয়, ওরা হল রাজাদের প্রাণেশ্বরী—দেখি আয়ত হিরণ্ময়ি! (চুম্বন) একটী গান গা দেখিনি।

ছিন্নমস্ত্রী—আমরা ত মহারাজেরই জন্যে—মহারাজের হুকুম হয়ত অবশ্যই গাইব।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—(এক গ্লাস সেবন) হুকুম আবার কিরে? প্রে-প্রে-প্রেমের রাজ্যে আবার হুকুম কিরে? তো-তোরা গা—গে-গেয়ে ফেল।

(কেউিদের গান)

নীল গগনে
তারকারই সনে
কি নব আবেশে খেলে চাঁদিনা।
ঢলি ঢলি পড়ে
চাঁদ তনু পরে
সোহাগে আদরে কত খেলেনা।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—বাঃ! বাঃ! কি চমৎকার—গে-গেয়ে যা… ……গে-গেয়ে যা।

ঐ যে হাসিছে
ঐ যে নাচিছে
ঐ যে গাহিছে দূরে পাপিয়া,
চাঁদ নীল করে
নীল সুধা পিয়ে
কি সুখে বিভোর দেখ দেখনা।

হেলিয়া হেলিয়া
দুলিয়া দুলিয়া
পুলক পরাণে হাসে তারকা,
চাঁদ প্রেমে তারা
সবে মাতোয়ারা
সবে এক প্রাণে চাঁদ-নয়না।

(রাণীর প্রবেশ)

(কেটিদের সশঙ্ক এক পার্শ্বে গমন)

রাণী—তোরা এত রাত্তিরে এখানে কি কচ্ছিস্? (রাজার প্রতি) বলি এত রাত্তির এভাবে কাটালে—তোমার শরীরটা কি করে টিক্‌বে? শেষে আমাদের অনাথ করে যেতে চাও?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তু-তুমি এরাজ্যের মহারাণী—তু-তুমিইত রাজা। আ-আর আমি তো-তোমাদের নাথ কি? তু-তুমিই আমাদের নাথ।

রাণী—বলি শরীরটারও ত একটা মায়া চাই? এ শরীর না থাক্‌লে এ ভোগই বা কর্ব্বে কে?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তা—দু এক দিন—ওতে আর কি হবে? তু-তুমি এত রাত্তিরে এখানে কি কর্ত্তে এয়েছ? আমি এ-এখনই যাচ্ছি।

রাণী—তা বেশ ! এসো। শীগ্‌গির করে এসো !

(রাণীর প্রস্থান)

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—দেখ্ ! হিরণি ! তো-তোরা আর একটা গান গাবি ? আয় দেখি !

হিরণ্ময়ী—মহারাজের হুকুম হ'লে গাইব বই কি ?

(গান)

কাছে এসে ভালবেসো

দূরে থেকো না।

পরাণে পরাণ দিয়ে

মিশে থেকো না!

আয়রে, আয়রে, আয়রে কাছে,

পরাণ মাতিছে মোর তোর পিয়াসে.

পরাণে পরাণ-মধু তারে পিয়ো না!

আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়

পরাণে পরাণ দিয়ে মিশে মিশে যা'

ভালবাসা কাছে আসা সবে শিখো না।

৫.

স্বয়ম্ভু মন্দির

মৈনাকীর প্রবেশ

মৈনাকী—নারায়ণ! এ তোমার কি ভীষণ লীলা খেলা! একি ভীষণ দৃশ্য! পুরাণ যে দেশকে স্বর্গ বলেছে—যুগে যুগে ভারতের লোক—যে পূত স্থানকে মহাতীর্থ মনে করেছে—যে পবিত্র দেশে বাগমতী তীরে অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাসাধকগণ মহাতপস্যা করে দেবদেব মহাদেব হতে বর লাভ করেছিলেন—সে দেশ নিয়ে এ তোমার

কেমন লীলা! একে যে শ্মশান করে দিলে! পৈশাচিক মহাপাপ যে এমন পবিত্র স্থানকে একেবারে দখল করে নিলে! এখানে সন্তানের পিতৃভক্তি নেই—পত্নীর পতিভক্তি নেই—মন্ত্রীর রাজভক্তি নেই—শুধু স্বার্থের জন্য—শুধু অর্থের জন্য—ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে লোক কত পাশবিক কাণ্ড কর্চ্ছে। নারী চরিত্রের কি ভীষণ দৃশ্য আজ এই পার্ব্বত্যদেশে প্রকট হয়েছে। উঃ! এযে সহ্য হয় না! এ মহাপাপের দৃশ্য যে আর সহ্য কর্ত্তে পারি না। এর চেয়ে যে জন্মভূমির ম্লেচ্ছ ইংরেজের করতলগত হওয়া সহস্রগুণে ভাল ছিল। হায়! হায়! কোথা সেই আশা! সেই সুমধুর ভরসা! কত আশা করেছিলুম—জঙ্গবাহাদুর এরাজ্যের মহামন্ত্রী হবে—কিন্তু সে ত এখনো কত নীচে! দুষ্ট মাতবর সিং মন্ত্রীপদে—পশু গগন সিং সে পদের আকাঙ্ক্ষী—রাজা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিলাস-শয্যায়—জঘন্য কেটিদের প্রেমে বিভোর—আর পাগল যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম জঙ্গবাহাদুরের প্রাণনাশের চেষ্টায় একটী মুহূর্ত্তও নষ্ট কর্চ্ছে না। হায়! হায়! কবে এদেশের মুক্তি হবে? শম্ভো! কবে পুনঃ এদেশে ধর্ম্ম আসবে—শান্তির শীতল ধারা বর্ষিত হবে?

নারায়ণ! কবে তুমি তোমার এই ভীষণ লীলার শেষ কর্ব্বে—প্রভো!

(করজোরে এবং নতজানু হইয়া)

(বেগে জঙ্গবাহাদুরের প্রবেশ)

জঙ্গবাহাদুর—কে মা তুই? পাগলিনীর প্রায় আজ স্বয়ম্ভূ মন্দিরে কেঁদে আকুল হচ্ছিস্! আর এই হতভাগ্য দেশের দুরবস্থা দেখে নয়নজলে ভাস্‌ছিস্!

মৈনাক্ষী—কে বাবা! জঙ্গবাহাদুর? আমার পরিচয় নিয়ে কি কর্ব্বি, বাবা? কর্ত্তব্য করে যা'। তোর হতভাগ্য মাতৃভূমিকে পশুর অত্যাচার হতে উদ্ধার কর। এ রাজ্যে শান্তি নিয়ে আয়। তুই পার্ব্বি, বাবা! আর যেদিন তুই মন্ত্রীপদে বস্‌বি—রাজ্যের কর্ণধার হবি—যদি এমন দিন বিধাতা কোন দিন দেন—সে দিন আমাকে জান্‌বি—আজ বলবো না।

(অন্তর্দ্ধান)

জঙ্গবাহাদুর—কে এ মেয়ে? কে এই মহাশক্তি? যার প্রতিটি বাণী আমার হৃদয়ে তড়িতের মত তেজের সঞ্চার কচ্ছে—যার নয়ন হতে দিব্যতেজ বহির্গত

হয়ে আমার সমুদয় প্রাণমনকে অভিভূত করে দিয়েছে! যার মূর্ত্তি মহাশক্তির ন্যায় এমন স্নিগ্ধ, পবিত্র, শান্ত! কে এ দেববালা? হিমালয়তনয়া সতী নয় ত? আর কেন এই বিজনে—পূত স্বয়ম্ভূ প্রাঙ্গণে এই মেয়ে এই হতভাগ্য দেশের জন্য অমন আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছিল? কেন বা আমার এই নিষ্প্রাণ হৃদয়ে নূতন আশার সৃষ্টি করে দিলে? আমি ত কত নীচে? অতল উপত্যকার পাতালস্পর্শী ক্ষুদ্র গহ্বরে! হিমালয়-শৃঙ্গে আরোহণ আমার সম্ভব হবে কি? আমি এখনো কত ছোট! মহারাণী রাজ্যের কর্ত্রী—তিনি ত আমাকে এখনো চেনেনও না। শুধু জানেন, আমি মহামন্ত্রী মাতবর-সিংএর ভাগিনেয়। তবে কেন এই দেববালা আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে গেল? কে মা তুই? আমার অমন অদৃষ্ট হবে কি যে আবার তোকে দেখ্‌ব?

(বেগে রণদীপের প্রবেশ)

রণদীপ—দাদা! দাদা! মহারাণী তোমায় ডেকেছেন। অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনিয়ে আস্‌ছে—তোমাকে এখনই যেতে হবে।

জঙ্গবাহাদুর—কে বল্লে এ কথা, রণদীপ ? কে নিয়ে এল এ সংবাদ ?

রণদীপ—মহারাণী নিজে চর পাঠিয়েছেন—আর তোমাকে এখনই যাওয়ার কথা বলেছেন।

জঙ্গবাহাদুর—লোকটিকে তুই চিনিস্, রণদীপ ?

রণদীপ—চিনি, দাদা।

জঙ্গবাহাদুর—কার লোক সে ?

রণদীপ—জেনেরেল গগনসিংএর।

জঙ্গবাহাদুর—গগনসিং কয়দিন আমাকে খুব তুষ্ট কর্চ্ছে। ধূর্ত্ত ! বুঝি কোন মতলব আছে। তুই যা—আমি স্বয়ম্ভূ দর্শন করে আস্‌ছি।

(রণদীপের প্রস্থান)

ঐ যে গোধূলির সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—এখনিত ধরা অন্ধকারময় হয়ে যাবে। জগতের ভালমন্দ সবই নিশার অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাক্‌বে। অমন সময় মহারাণী আমার জন্য লোক পাঠালেন কেন ? এমন অনুগ্রহ ত কোনদিন পাইনি। একের পর অন্য নেপালের মহামন্ত্রীগণ শঠভাবে কালের ক্রূর করালে যাচ্ছে। ভীমসেন থাপা গেল—মহাতাপ থাপা গেল—আরো

কত যায় কে জানে ? মহারাণীই ত এখন এ রাজ্যের বিধাতা। তিনি হঠাৎ আজ আমাকে ডাকালেন কেন ? আমার সন্দেহ হ'চ্ছে আজ তিনি আমাকে কোন গুপ্তহত্যার জন্য ডাকিয়েছেন। মামা মাতবর সিং মহামন্ত্রী। মহারাণীর চক্ষুশূল—আমিও তাই তাঁর কাছে যেতে সাহস করি না। আজ তিনি আমাকে হঠাৎ ডাকালেন কেন ? না—এ আর ভাব্‌বনা—এ ভাবনা দুর্ব্বলতা। বাবা স্বয়ম্ভূ যা' করেন তাই হ'বে। আমি আজ তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করে রাণী-দর্শনে যাব।

[নেপথ্যে]

যাবে বৈকি জঙ্গবাহাদুর !

জঙ্গবাহাদুর—কে মা তুই ? সেই মহাশক্তি ?

মৈনাক্ষী—হাঁ---শুধু যাবে না—মহারাণী যা' বল্‌বেন আজ তাই কর্ত্তে হবে ? যদি সাহস থাকে, হৃদয়ের বল থাকে—ক্ষণকালের জন্যও সাধারণ মায়া মমতা ভুলে যেতে পার—তবে আজই বিজয়লক্ষ্মী তোমায় আশ্রয় কর্ব্বেন। ভাব্‌বে না, দ্বিধা কর্‌বে না—রাণীর সব ভুলে গিয়ে আজ তিনি যা' বলেন তাই কর্ত্তে হবে ?

জঙ্গবাহাদুর—কোথা মা তুই? তোর প্রত্যেকটি কথায় যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে—প্রতি ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে—এ কি! আর যে সে শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি না! আর যে সে সুমধুর আশার বাণী কাণে আস্‌ছে না! পিতৃবাক্যের সফলতার ক্ষীণ আশারশ্মিটিও যে আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দের সৃষ্টি করে। কৈ মা তুই? চলে গেলি?

নেপথ্যে গান

উঠ মহাবীর, উঠ মহাবীর, ডাকিছে জনমভূমি,
সাধ মহাকাজ—মহান্ মঙ্গল—সাধহ আজিকে তুমি।
ডাকিছে জননী উদ্ধার কারণে,
হেরিছে তোমারে আশার নয়নে,
উঠ উঠ আজি লহ গুরুভার—সাধ গুরুকাজ তুমি।
কর্ত্তব্যের পথে যে দাঁড়াবে আসি,
গণ তারে শত্রু—ধর তারে অসি,
জাগিয়া মহান্ শকতি-মন্ত্রে—ত্রাণ কর পূতভূমি।

জঙ্গবাহাদুর—কেন এ আহ্বান? কে আমায় আজ এই নির্জ্জনে অমন করে আহ্বান কর্চ্ছে? স্বয়ম্ভু! পিতঃ! তুমি কি মহাকাজ এই হতভাগ্য সন্তানের দ্বারা সাধন কর্ব্বে?

দ্বিতীয় অঙ্ক

১

গগনসিংএর বাটী

গগনসিংএর প্রবেশ

গগন—মাতবর হত হয়েছে—আমার প্রধান শত্রু নিপাত গেছে। এখন মন্ত্রীত্ব ত আমার হবেই। এতদিন ভয়ে ভয়ে ছিলুম—সন্দেহ ছিল, বুঝি শঠ মাতবরের কুচক্রে সর্ব্ব-স্বান্ত হতে হয়—বুঝিবা রাণীর অনুকম্পা একবারেই বৃথা যায়! এখন বেশ হয়েছে—চমৎকার হয়েছে—

আর চাই কি ? এখন ভয়ের ত আর কিছুই দেখ্‌ছি নে—রাণীত আমাকে একেবারেই আপনার মনে করেন। দশটীর মাঝে সাতটা সেনাবাহিণীর ভার রাণীর ইচ্ছায় আমার হাতেই। তবে একটা লোককে ভয় করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। সে হচ্ছে জঙ্গবাহাদুর। সামান্য এক বড় হাকিমের ছেলে হয়ে—সহজেই জেনেরেল হয়ে গেল—দেখতে না দেখ্‌তে তিনটা সেনাবাহিণীর মালিক হয়ে গেল। মহারাণীর অনুগত হয়ে—কৌশলে আপন মাতুল মহামন্ত্রী মাতবরকে হত্যা করলে। এটাও কম কথা নয়। আজ রাজা তার প্রতি তুষ্ট, রাণীও যেন তার প্রতি তুষ্ট বলেই মনে হচ্ছে—যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রমও তার প্রতি তুষ্ট। জঙ্গবাহাদুর উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠ্‌বার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু তা হলেও আমার মত রাণীর এত প্রিয়পাত্র এখনও সে হতে পারে নি। রাণী আমাকে যত খানি আপনার মনে করে—ততখানি তাকে করা অসম্ভব। তবে আর ভয়ই বা কি ? শীঘ্রই আমি মাতবরের পদে প্রধান মন্ত্রী হব, এ আশা মহারাণী আমাকে দিয়েছেন। তখন দেখা যাবে—জঙ্গবাহাদুর কত বড় লোক ! তাই বুঝি—

(হরনারায়ণের প্রবেশ)

গগন—কি খবর হরনারায়ণ ?

হরনারায়ণ—খবর বড় সুবিধার নয় হুজুর !

গগন—কেন ? কেন সুবিধার নয় বল দেখিনি ?

হরনারায়ণ—মহারাজ নির্ব্বাসিত ফতেজঙ্গকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেবেন ঠিক করেছেন। তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন—তিনি থানকোটে এসে পৌঁছেছেন শুনলুম। মহারাণী আপনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হাত করে মহারাজের নিকট অনেক সুপারিশ করায়েছিলেন—কিন্তু মহারাজ কি এক গোঁ ধরে বস্‌লেন! কিছুতেই তাঁকে নিবৃত্ত করা গেল না।

গগন—বল কি দূত ? মহারাজ কে ? মহারাণীই ত এ রাজ্যের মালিক ! মহারাণী আমার জন্য কিছুই কর্ত্তে পার্ল্লেন না ? বিলাসী, কেটী প্রিয়, মাতাল রাজা তার ইচ্ছামত সব করে নিলে ! তার সব ক্ষমতাইত মহরাণীর হাতে এই সেদিন সে দিয়ে দিয়েছিল !

হরনারায়ণ—আমরা ত সে সব কিছুই জানিনা হুজুর !

গগন—(সক্রোধে) দেখে নেব আমি—ফতেজঙ্গ কেমন মন্ত্রীত্ব করে! আমি বড় কি সে বড়! দেখ্‌ব কার শক্তি কতদূর! মহারাণী বড় না মহারাজ বড়—কার ক্ষমতা বেশী! দেখে নেব, আমি গগনসিং মহারাণীর প্রেমপাত্র হয়ে এরাজ্যের মন্ত্রী হতে পারি কিনা?

(সবেগে প্রস্থান)

হরনারায়ণ—এখন ঠিক' বিষে ধরেছে। বাবা, শুধু রাণীমাদের কোলে পেলেই যদি রাজত্ব পাওয়া যেত, তা'হলে এ রাজত্ব অনেক পূর্ব্বে কত লোকের হাতে ঘুরে বেড়াত। তুমি মনে করেছ, বাবা, এই ভয়ানক দিনে স্ফূর্ত্তি করে করে রাজত্ব করে যাবে। বিলাসিতার কোলে বসে রাজা স্বয়ং রাজত্ব কর্ত্তে পাচ্ছে না—তা' গগনসিং পারবে! এ রাজ্য বিলাসীর নয়—মহাকর্ম্মী ছাড়া কেউ এ দুর্দ্দিনে এর কর্ণধার হতে পারবে না। তোমার মত গগনসিং জেনেরেল কতটা এই মহা অরাজকতায় কবে কোন ফুৎকারে কোথায় উড়ে যাবে —তা' কে জানে!

(করুণার প্রবেশ)

করুণা—কি ভাব্‌ছ, দূত ?

হরনারায়ণ—(অপ্রতিভ হইয়া) ভাব্‌ছি, রাণী সাহেবা ! ফতেজঙ্গ মন্ত্রী হল বটে—কিন্তু আমাদের জেনেরেল সাহেব এখন এক একটি করে সাতটি বাহিণীর মালিক —তাঁর মন্ত্রী হওয়ার বড় দেরী নেই—তবে একটু হাঙ্গামা হতে পারে !

করুণা—আমার কিন্তু বড় সন্দেহ হয়, হরনারায়ণ !

হরনারায়ণ—কেন, রাণী সাহেবা ? সন্দেহের ত তেমন কিছু দেখছিনে।

করুণা—আমার বড়ই সন্দেহ হয়। যে আমার বুক শূন্য করে বুকের ধন কেড়ে নিয়েছে, সে যে শান্তি পাবে— তার প্রাণে যে শান্তির শীতল ধারা বর্ষিত হবে—এ আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি জান না, হরনারায়ণ ! কি কষ্টে আমার জীবনের দিনগুলি কাট্‌ছে—এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কি মহাদুঃখ আমার প্রাণটিকে আবৃত করে—নিষ্পেষিত করে আমাকে আকুল করে রেখেছে! —তুমি দূত, তোমাকে আর কত বল্‌ব ? আমার বড় ভয় হয়। কি জানি কবে এই মন্ত্রীত্বের আকাঙ্ক্ষা-

বিপ্লবের ভীষণ তুফানে পড়ে আমাকে একেবারে সর্ব্বস্বহারা হতে হয় !

হরনারায়ণ—আমার ও ভয় হয়, মা ! তবে মহারাণীই এখন এ রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—তাঁর আপনাদের প্রতি সবিশেষ অনুকম্পা—এটি একটি সুলক্ষণ।

করুণা—এটিকে সুলক্ষণ বলছ, হরনারায়ণ ? এটিই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুলক্ষণ। শুধু আমার কুলক্ষণ নয়—শুধু আমার সর্ব্বনাশের কুলক্ষণ নয়—এটি এই নেপাল রাজ্যের সর্ব্বনাশের লক্ষণ। এমন অনুকম্পা আমি পায় ঠেলে দূরে ফেলে দিতে পারি। মহারাণী আমার সর্ব্বনাশ করেছে। চিরকালের জন্য আমাকে হতভাগিনী করেছে। উঃ ! সে কি কঠোর জ্বালা ! তুমি বৃদ্ধ—চিরদিনের বিশ্বাসী। তাই আজ তোমার নিকট মরমের এই কঠোর জ্বালা আপনা হতেই বের হয়ে আস্‌ছে। আমি আর চেপে রাখ্‌তে পার্চ্ছি নে। তুমি কি মনে কর, হরনারায়ণ, এ রাজ্যের মালিক মহারাণী ? সে তোমার ভুল। এ রাজ্যের রাজা নেই। এ ভয়ানক অরাজকতার দেশ। এখানে আজ রাজা মহারাজ—কাল রাজা মহারাণী—পরদিন রাজা আবার যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম। এই ভীষণ

অরাজকতার মধ্যে পড়ে আমার কি সর্ব্বনাশ হয়—তা কে জানে ?

হরনারায়ণ—সত্যি, মা! এ ভয়ানক অরাজকতা। শুধু বাবা পশুপতিনাথই এ মহান্ অরাজকতা হ'তে আমাদের ত্রাণ কর্ত্তে পারেন। কবে সে সুদিন আসবে তা কে জানে, মা!

করুণা—আজ তোমায় একটি অনুরোধ কর্ব্বো, দূত!

হরনারায়ণ—কি অনুরোধ, মা? আমি ত আপনাদের চিরদাস!

করুণা—তোমাকে শুধু দাস মনে কর্লে—অত কথা বলতুম না, দূত। তোমাকে এ পরিবারের বন্ধু জেনেই অত কথা বলছি। তুমি জান—মাতবরসিং নিহত।

হরনারায়ণ—জানি মা।

করুণা—তুমি জান, কে তাঁহাকে হত্যা করেছে?

হরনারায়ণ—জানি, মা।

করুণা—আমার প্রাণ বল্‌ছে তেমন সাংঘাতিক দিন আমার অদৃষ্টের জন্য ও তৈরী হয়ে আছে। তোমাকে শুধু একটি অনুরোধ কর্চ্ছি, দূত! তুমি সর্ব্বদা গুপ্ত বিষয় জান্‌বে। সর্ব্বদা খবর রাখবে কোথায় কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে—আর যে দিন যে খবর শুন্‌বে—সে দিনই আমাকে

সে খবর বলবে। আমি আমার প্রাণনাথকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে চিরকালের জন্য সুদূর কোম্পানীর রাজ্যে চলে যাব। পারবে দূত?

হরনারায়ণ—যথাসাধ্য চেষ্টা কর্ব্ব, রাণীসাহেবা।

করুণা—কর্ব্বে?

হরনারায়ণ—কর্ব্ব, আপনারই জন্য কর্ব্ব, মা।

করুণা—আজ তুমি আমাকে এক মহাভয় হতে নিষ্কৃতি দিলে, দূত। ভগবান তোমায় শান্তি দিউন।

(প্রস্থান)

হরনারায়ণ—একি বিষম লীলা বিধাতার? এ কেমন সংযোগ? সৃষ্টির মাঝে শান্তির সহিত অশান্তির এ কেমন অদ্ভুত মেশামিশি! পাপের সহিত পুণ্যের, সত্যের সহিত অসত্যের, সুন্দরের সহিত অসুন্দরের, পবিত্রের সহিত অপবিত্রের, সাধুর সহিত শঠের, এ কেমন অপূর্ব্ব সংযোগ? গগনসিং! সে যে নরকের পিশাচ! মহারাণীর অবৈধ প্রেমের জন্য পাগল। বিলাসিতার কোলে শুয়ে শুয়ে পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্য রাণী তাকে আপনার করে রেখেছে। আর তাহার সহধর্ম্মিণী! সে কি পবিত্র সতী! স্বামী

সর্ব্বস্বা—স্বর্গের দেবী। স্বামীর মহাদোষের কথা নিজের বুকে চেপে রেখে নিজকে হতভাগিনী মনে করে এ কষ্ট সহ্য কর্চ্ছে। রাজৈশ্বর্য্যের মত ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণ্য অশান্তির কারণ মনে করে ভীষণ দুঃখে দৈন্যে কালাতিপাত কর্চ্ছে। হা বিধাতঃ! কমলে কেন এ কীট? পবিত্রতার সুমধুর অমৃতময় কোলে ঘৃণ্য অপবিত্রের একি ভীষণ দৃশ্য! নারায়ণ! তোমার সৃষ্টির তাৎপর্য্য তুমিই জান। আমি অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ জীব—তার কি বুঝ্‌বো!

২

রাজপ্রাসাদ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ফতেজঙ্গ

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—ফতেজঙ্গ !

ফতেজঙ্গ—মহারাজ !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তুমি জান, কে তোমায় নির্ব্বাসন মুক্ত করে মন্ত্রীত্ব দিয়েছে ?

ফতেজঙ্গ—মহারাজ স্বয়ং।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তুমি জান এদেশে তোমার কত শত্রু-কত লোক এখনও তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে? তোমার মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আজ তোমাকে বলে রাখছি—মহারাণী তোমার শত্রু, যুবরাজ তোমার শত্রু। আর তারা কেউ তোমার নির্ব্বাসন-মুক্তি সমর্থন করেনি। শুধু আমি একা একাজ করেছি—তোমাকে নির্ব্বাসন মুক্ত করে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়েছি। তোমাকে অতি সাবধানে কাজ কর্ত্তে হবে। আর সর্ব্বপ্রথম তোমাকে একটী কাজ আমার হয়ে কর্ত্তে হবে।

ফতেজঙ্গ—কি কাজ মহারাজ! মহারাজের হুকুম হলে এ অধম না কর্ত্তে পারে এমন কাজ কি আছে?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—গুরুতর কাজ, ফতেজঙ্গ। অতি গুরুতর কাজ। একাজে কেউ তোমার সহায় থাকবে না—অতি গোপনে একাজ সম্পন্ন কর্ত্তে হবে। তোমার এবং আমার মহাশত্রুকে তোমার বধ কর্ত্তে হবে। পার্‌বে ত?

ফতেজঙ্গ—কাকে মহারাজ? কে এমন শত্রু?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—একাজ সাধারণ কাজনয়, এ বড় ভয়ানক কাজ, ফতেজঙ্গ! একাজে এদেশ কেঁপে উঠবে,

নেপালে মহোপদ্রবের স্থষ্টি হবে। আমি এতদিন রাজ্যের দিক দেখিনি, দেখতে পারিনি। তুমি সব ঠিক কর্ত্তে পারবে বলে তোমাকে মুক্ত করে এনেছি। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাকে এই গুরুতর কাজটা কর্ত্তে হবে।

ফতেজঙ্গ—এমন কি কাজ মহারাজ, যা' মহারাজ মহারাণীর হুকুম হলে ফতেজঙ্গ কর্ত্তে পারেনা ?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—মহারাণীর হুকুম নিয়ে নয় ফতেজঙ্গ ! শুধু মহারাজের হুকুম নিয়েই তোমাকে একাজ কর্ত্তে হবে। যে আমার বংশের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়েছে—পবিত্র রাজকুলকে ঘৃণ্য করে তুলেছে—সে মহাশত্রুকে তোমার নিপাত কর্ত্তে হবে। পারবে ? মহারাণীকে এ বিষয় জানতেও দেওয়া হবেনা। কেউ জানবেনা একাজ কে করেছে। কিন্তু তুমি একা একাজ পারবে কি ? যদি না পার তবে জঙ্গবাহাদুরকে সাথী করে নাও। সে বড় কর্ম্মঠ—বড় সাহসী—বড় বিশস্ত—

ফতেজঙ্গ—এমন কি কাজ, মহারাজ ! যা এরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কাহারো সহায় ছাড়া কর্ত্তে পারেনা ? অপরের সহায়তার দরকার হয় !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তবে শোন ফতেজঙ্গ! বল্‌তে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে—প্রাসাদের প্রাচীরের ও কান আছে বলে আমার মনে হচ্ছে। মহারাণীকে আমি বিশ্বাস করে রাজ্য ভার দিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম—সে বুদ্ধি বলে রাজ্যটাকে চালিয়ে নেবে। আমার মাথার একটা গুরুভার তার উপর ন্যস্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু উঃ! কি ভয়ানক! যাকে আমি এত বিশ্বাস করেছিলুম—সমস্ত রাজ্যভার যার করে সমর্পণ করেছিলুম—এরাজ্যের রাজা করে দিয়েছিলুম—সে আজ গগন-সিংএর অবৈধ প্রেমে আসক্ত—গগনসিং তার প্রিয়তম। সে গগনসিংএর জন্য না কর্ত্তে পাবে এমন কাজ নেই। তোমাকে এদেশে আনতে নিষেধ করেছিল—তাও গগনসিংকে মন্ত্রী করবার জন্য। জঙ্গ-বাহাদুরকে জেনেরেল কর্ত্তেও প্রতিবাদ করেছিল—তাও গগনসিংএর শক্তি বৃদ্ধির জন্য। অথচ গগন-সিংএর বাসনা আমাকে—আমার পুত্র সুরেন্দ্র বিক্রমকে—চিরকালের তরে রাজ্যচ্যুত করে রাখে। গগনসিংএর কবল হতে এ-দেশকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে। এ ভীষণ কলঙ্ক হতে আমাকে এবং আমার এই রাজ বংশকে মুক্ত কর্ত্তে হবে। গগনসিংকে হত্যা কর্ত্তে হবে!

ফতেজঙ্গ—মহারাজ !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—ভয় পেলে, ফতেজঙ্গ ! রাজপুতের পুত্রবংশের কলঙ্ক দূর কর্ত্তে ভীত হলে ? নারী চরিত্রের পৈশাচিকতার ভীষণ দৃশ্য হতে এদেশকে মুক্ত কর্ত্তে ভয় পেলে, ফতেজঙ্গ ?

ফতেজঙ্গ—ভয় পাইনি, মহারাজ ! মহারাজের হুকুম হলে ফতেজঙ্গ না কর্ত্তে পারে এমন কাজ নেই। তবে মহারাজের কাছে এদাসের দুটী ভিক্ষা আছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কি ভিক্ষা ফতেজঙ্গ ?

ফতেজঙ্গ—মহারাজ ! জঙ্গবাহাদুরকে বিশ্বাস কর্বেন না। সে ভয়ানক উদ্দাম যুবক। সময় হলে সে গগনসিং হতেও ভীষণ হয়ে উঠ্‌বে। আর দ্বিতীয় ভিক্ষা—মহারাজের এরাজ্যের রাজা হয়ে দাঁড়ায়ে আমার জীবন রক্ষা কর্ত্তে হবে। সমস্ত ক্ষমতা এখন মহারাণীর হস্তে—তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই কচ্ছেন—মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁর কোন কাজেই হস্ত ক্ষেপ কচ্ছেন না। কিন্তু এই ভীষণ কার্য্য ভার আমার হাতে দিলে মহারাজকে আবার মহারাজ হয়ে সিংহাসনে বস্‌তে হবে। এই হতভাগ্য ফতেজঙ্গের জীবন রক্ষা কর্ত্তে হবে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তুমি ভয় পাচ্ছ, ফতেজঙ্গ? রাজপুত সন্তান হয়ে কুল কলঙ্ক দূর কর্ত্তে ভয় পাচ্ছ? যে রাজপুত পরিবার বিধর্ম্মী মুসলমান প্রপীড়িত হয়ে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিমালয়ের জঙ্গলে পার্ব্বত্য জাতির সহবাস করেছিল—তার কলঙ্ক মোচন কর্ত্তে ভয় পাচ্ছ, ফতেজঙ্গ?

ফতেজঙ্গ—ভয় নয় মহারাজ! এদায়িত্ব আজ আমি শপথ করে নিজের শিরে তুলে নিলুম। গগনসিংহ আজ মৃত —কেউ তাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু যদি মহা- রাণীর কোন কারণে আমার উপর সন্দেহ হয়—কোন ও কারণে যদি তিনি মনে করেন আমি ষড়যন্ত্রে ছিলুম —তবে তাঁর ক্রোধাগ্নি হতে আমাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। মহারাণী ভীষণ শক্তিমতী, মহারাজ! এমন দশটি রাজ্য তিনি বুদ্ধিবলে শাসন কর্ত্তে পারেন— মন্ত্রীর কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু এই হতভাগ্য দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি বিপথে ধর্ম্মচ্যুত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ভীষণ ক্রোধাগ্নি হ'তে রক্ষা পাবার জন্য হতভাগ্য ফতেজঙ্গ আজ মহারাজের কৃপাপ্রার্থী।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কোন ভয় নেই, ফতেজঙ্গ! আমিই তোমাকে রক্ষা কর্ব্ব।

(দূতের প্রবেশ)

দূত—মহারাজ ! রাণীমা হুজুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—এই আমি যাচ্ছি—

(প্রস্থান)

রুদ্রজঙ্গ—হঠাৎ মহারাজকে মহারাণী কেন ডাকালেন বলতে পার দূত ?

দূত—এ নগণ্য দাসকে অত বড় প্রশ্ন কর্চ্ছেন কেন, হুজুর ?

রুদ্রজঙ্গ—তোমার কোন ভয় নেই—জান ত খুলে বল।

দূত—অভয় দিলে বল্‌তে পারি, হুজুর ! জেনেরেল গগনসিংএর ইচ্ছা নয় যে জঙ্গবাহাদুর জেনেরেল থাকেন—তাঁর হাতে তিনটি বাহিণীর ভার থাকে—মহারাজ হঠাৎ তাকে কোন গুরুতর কাজের পুরস্কারে অল্পদিনের জন্য জেনেরেল করেছিলেন। মহারাণী সে পদ সাময়িক এ অজুহাতে তাহা এখন কেড়ে নিতে চান।

রুদ্রজঙ্গ—তুমি একথা সত্য জান, দূত ? মহারাণীই ত তাকে জেনেরেল করেছিলেন।

দূত—তা' হবে। কিন্তু এখন আর মহারাণীর ইচ্ছা নয় যে জঙ্গবাহাদুর জেনেরেল থাকেন। তা, "বড়র পিরীত

বালির বাঁধ” কথাই ত আছে, মন্ত্রীসাহেব! আমি এখন আসি—মহারাণী আমার অপেক্ষা করে আছেন।

ফত্তেজঙ্গ—যাও!

(দূতের প্রস্থান)

এ অরাজক রাজ্যে দূতেরাই এখন রাজত্ব করছে। কিন্তু একি ভয়ানক অবস্থা! এর চেয়ে যে নির্ব্বাসন ও সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল। সেখানে যে আমার কোন ও জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না? অত পরাধীন হওয়ার চেয়ে যে নির্ব্বাসিত থাকা সহস্রগুণে ভাল! গগনসিংকে হত্যা কর্ত্তে হবে অথচ এ রাজ্যের রাজা মহারাণী লক্ষ্মীবাই। কি ভয়ানক কথা! কি ভয়ানক দায়িত্ব। আজ মহা-রাজ এরাজ্যের রাজা হলে আমি এদায়িত্ব নিতে ক্ষণকালের জন্যও ভ্রূক্ষেপ কর্ত্তুম না। কিন্তু এরাজ্যের রাজা মহারাণী, তাঁর কথায় এখানে সব হচ্ছে—সারাটি দেশ উঠ্‌ছে পড়ছে। শুধু মহারাজ আমাকে জোর করে এনেছেন এইমাত্র। মহারাণীর গগনসিংকে মন্ত্রী করবার বাসনা এখনো থামে নাই; ক্রমেই সে বাসনা উদ্দীপিত হচ্ছে। তাই জঙ্গবাহাদুরকে পদচ্যুত করবার এই দারুণ চেষ্টা। কিন্তু আমিও ত এ দুর্দ্দান্ত যুবাকে

বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। সে সর্ব্বগ্রাসী হবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। অহরহ পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার শৌর্য্য, তার তেজ—তার সাহস যে সকলের চোখে সমান ভাবে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। কি উপায় করি এখন? কে আমায় এ মহাবিপদ হতে ত্রাণ করবে? কেন অমন গুরুতরভার এ বৃদ্ধ বয়সে আমার হাতে দিলে, ভগবান্? কর্ণধারশূন্য হয়ে যে ভগ্ন তরণী ভীষণ তুফানে মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল—আমাকে কেন হঠাৎ সে তরণীর নাবিক করে দিলে? আমায় এ মহাবিপদ হতে ত্রাণ করবে কি?

৩

রাজপ্রাসাদ

কুমারী কক্ষ

কয়েকজন কেটির প্রবেশ

নবীনা—চুরি করে সবাই মধু খায়, আর কলঙ্কটি হয়ে থাকে মোদের।

সরমু—হাঁ, বোন, হাঁ—দেখ না যুবরাজ আমাকে একটু আদর করে বলে কত কথা! কত সমালোচনা! তাও দুচার

দশদিনে একবার দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে যায়। আর রাণী মা যে লুকোচুরি করে গগনসিং এর মুখে কত চুমো খাচ্ছেন, তার কেউ খবর রাখে না!

হিরণ্ময়ী— দেখ্ লো! সাবধানে কথা বলিস্, সরযূ।

সরযূ—কেন লো? একথা কে না জানে? আমরা গরীব। শিশুকাল হতে ধরে এনে জেলে পুরবার মত এখানে রাজ বাড়ীতে আটকিয়ে রাখে! আমরা একটু এদিক্ ওদিক্ করলেই দোষ হয়। আর গগনসিং—

নবীনা—দেখ সরযূ। রাণীমা জানতে পারলে কিন্তু অস্থি থাক্‌বে না।

সরযূ—থাক্ বাবা! নাই বল্লুম। তোরা যেমন বড় সতী সাধ্বী আর কি? চাপালে কি হবে বোন্, একথা সকলেই জানে। থাক্ ওসব। বল দেখি ভাই এ রাজ্যের রাজা এখন কে?

নবীনা—কেন? মহারাণী!

হিরণ্ময়ী—ইস্! মহারাণী আবার রাজা কিরে? রাজা মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

সরযূ—হা! হা! সত্যটি কেউই জানে না—আরে! রাজা যে যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রম। দেখলি না মহারাজ মহারাণীকে রাজ্যভার দেওয়ার কথা পারলে যুবরাজ

আব্দার করে হেটোরা পর্য্যন্ত চলে গেলেন! আর মহারাজ তাঁকে এনে তোষামুদ করে তাঁর আব্দার রক্ষা করে তাঁকেই রাজা কর্ল্লেন।

তরুণা—দেখ ভাই! আমাদের ওসব দিয়ে কাজ কি? ও আদার বেপারীর জাহাজের খবর নেওয়া! মেয়ে মানুষ, ঘরের কোণে থাকি, ওসব বড় বড় কথা দিয়ে আমরা কি করব? ঐ যে মহারাজ আস্ছেন। বাপরে! একেবারে ভরপুর!

রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রবেশ

(মদিরাসক্ত)

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তুই একটি গান গাইবি, তরুণা?

তরুণা—মহারাজের হুকুম হলে অবশ্যই গাইব।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—হুকুম আবার কিরে? ভালবাসার থেকে গাইবি? প্রেমের থেকে গাইবি?

তরুণা—তা' বেশ। মহারাজ বলেন ত প্রেমের থেকেই গাইব।

গান।

সোহাগে ঢলিয়া পড়ি মোরা ঐ পায়,
আয়, আয়, আয়, আয়, আয়, আয়, আয়,
আয়, আয়, আয়, আয়, আয় রে সবে,
ফুটেছে প্রেমেরই ফুল কুড়ায়ে লবে,
(ফুটেছে, ফুটেছে, ফুটেছে, রে !)
ঘুরি ঘুরি ভোমরা মধু পিয়ে যায়।
হাসিছে তারকা হাসিছে চাঁদিনা,
হাসিছে আকাশে নীরব জোছনা,
হাসিছে বঁধুয়া ঐ আয় তোরা আয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তোরা সব যা—তুই একবার কাছে আয় ত, তরুণা।

হিরণ্ময়ী—(স্বগত) এখন আবার তরুণা হল মিষ্টি। এইত ব্যাপার। কেন বাপু, আমি কি করেছি ?

(অন্য সকলের প্রস্থান)

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—বল্‌ত তরুণা ! তুই আমাকে ভালবাসিস্ কিনা ?

তরুণা—খুব বাসি, মহারাজ ! মহারাজকে ভালবাসবনা ত পথের কাঙ্গালকে বাস্‌ব ?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—তবে একবার কাছে আয়।

তরুণা—এই যে এসেছি, মহারাজ। আমায় আজ এ অনুগ্রহ কেন? ঐ যে হিরণি, তাকেই ডেকে দিচ্ছি।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কেন? আমি কি তোকে ভালবাসি নে? খু—উ-উব বাসি।

তরুণা—তা' হিরণির চেয়ে ত আর বেশী নয়!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—যা! ও কথা ছেড়ে দে। আমি তোকে বেশ ভালবাসি। হিরণির মতই ভালবাসি।

তরুণা—(বাঃ! বাঃ! কি চমৎকার! ভালবাসা যেন দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা যায় আর কি!) কৈ! মহারাজ ত আমাকে কোন কথা বলেন না! হিরণিকে কত কথা বলেন। এমন কি রাজ্যের কত গুপ্ত কথা পর্য্যন্ত হিরণি জানে। আর আমরা ত কোথায় থাকি, তার ঠিকানাই নেই।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—দেখ তরুণা, তোকে আজ একটা খুব গোপনীয় কথা বল্‌ব! কাকেও বল্‌বি না।

তরুণা—তা' যদি মহারাজের অনুগ্রহ হয়!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—শুন্‌বি, শোন্—তোদের মহারাণী গগনসিংকে ভালবাসে, ফতেজঙ্গ গগনকে হত্যা করবে।

দেখ্! কারো কাছে বল্‌বি না ত? সাবধান—
আমি রাজা—খেয়াল রাখিস্।

তরুণা—না মহারাজ, অমন কথা কি কারো কাছে বল্‌তে পারি? প্রাণ গেলে ও না। ও লোকটি বড় ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ও না গেলে এদেশের সোয়াস্তি নেই।
---তা মহারাজের হুকুম হয়েছে, বেশ!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—একথা কেউ জান্‌বে না—দেখ্, কারো কাছে বল্‌বি না। মহারাণী যদি একথা জানে—-তবে আর উপায় নেই! সাবধান, কাকেও বল্‌বি না। ফতেজঙ্গ একাজ কর্‌বে। তবে খুব গোপনে কর্‌বে। এ সংসারে কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। আর তুই ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ একথা জানে না।

তরুণা—কেন? মহারাজ স্বয়ং!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—হাঁ—তা ত জানিই।

তরুণা—মন্ত্রী ফতেজঙ্গ!

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—ওত জানেই। আরে তা'নয়। তুই, আমি, আর ফতেজঙ্গ এ ছাড়া আর কেউ জানে না। সাবধান! কারো কাছে বল্‌বি না ত? সাবধান— সাবধান, বল্‌ছি।

তরুণা—নিশ্চয়ই না। তবে মহারাজ যদি আর কারো কাছে বলে না বসেন !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কখনই না। তোকে ভালবাসি বলে বল্লুম। তা' বেশ। এই তুই আমার কাছে আয় না ! তরুণা—সরে গেলি ? কেন ? আবার—দেখ ! দেখ ! একটি গান গাইবি ? একটি আদরের সোহাগের, প্রেমের, ভালবাসার, গান, গা'না তরুণা !

তরুণা— তা বেশ ! গাইব !

গান।

তা'রে আমি ভাল বাসি পরাণ হতে।
সেই মোর প্রাণ নাথ এই জগতে।
আদরে সোহাগে কোলে নেয় আমায়,
চুমি চুমি এ আননে ফিরি ফিরি চায়,
নয়নে পিয়ে সে সুধা এই মরতে।
সে আমার ভোমরা আমি তার ফুল,
পিয়ি পিয়ি মোর মধু হয় সে আকুল,
(তার) পরাণে জড়ান প্রেম প্রতি পরতে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—বাঃ ! কি চমৎকার ! (তরুণাকে নিকটে আকর্ষণ ও চুম্বন)

৪

জঙ্গবাহাদুরের বাটী

জঙ্গবাহাদুর, ধীর, রণদীপ

ধীর সামশের— গগন সিং ষড়যন্ত্র কর্চ্ছে, দাদা !

জঙ্গবাহাদুর—কি রকম ষড়যন্ত্র, ধীর !

রণদীপ—আমাদের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র। রাণীর অবৈধ প্রেমের সুবিধা পেয়ে সে আমাদের পথে দাঁড় করাবার যোগাড় কর্চ্ছে। আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে

জেনেছি, আপনার সেনাপতিত্ব আর বেশী দিন থাকবে না। এরিজন্য মহারাণী রাজাকে অনেক মন্ত্রণা দিচ্ছেন, —শুধু মহারাজ এখন ও দুষ্ট মাতবর সিংএর হত্যার কথা ভুলে যান নি বলেই কিছু বল্‌ছেন না। তা মহারাজ যে রকম মদ এবং স্ত্রীলোকে আসক্ত, কখন কি করে বসেন তার ঠিক নেই।

জঙ্গবাহাদুর—একবার সেনাপতি করে আবার কেড়ে নেওয়া তা আর হচ্ছেনা, রণদীপ! তোরা—অতি সাবধানে গোপনে লোকদের সেনাদল ভুক্ত করবি। আমার তিনদল সেনাবাহিনীর পরিমাণে আরও তিনদল সৈন্যের যোগাড় চাই। তা' হলে আর কারো সাধ্য হবে না আমার সেনাপতিত্ব কেড়ে নেয়। গগন সিং মন্ত্রী হওয়ার উদ্যোগে আছে—সেটা এদেশে কারো সহ্য হবেনা। ভিতরের কথা লোকে সবই জানে। কোন রকমে মন্ত্রীর সিংহাসনে সে বস্‌লে ও তার বেশী দিন থাক্‌তে হবেনা।

ধীর সামশের—বস্‌বার আগেই তার পথ বন্ধ করলে হয় না? গগন সিং মরলে কেউ দুঃখিত হবেনা—শুধু মহারাণী—

জঙ্গবাহাদুর—মহারাণীকে এখন তুচ্ছ করা যায় না, ধীর। আমার বিশ্বাস গগনসিং ফতেজঙ্গের ফাঁদেই ধরা

পড়বে। অপেক্ষা করে দেখি, স্রোত কোনদিকে যায়। তোরা শুধু তোদের কাজ করে যা। সেনাদের সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখ—তাদের জন্য অর্থব্যয় করতে কখনো কুণ্ঠিত হবি না। তাদের বুঝ্‌তে দিতে হবে, আমাদের হাতে দায়িত্ব এলে তারা কখনও অসুখী হবে না।

ধীর ও রণদীপ—যে আজ্ঞে—

(প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর—এ বড় ভীষণ তুফান, রাজশক্তিতরণী এই মহাতুফানে ভীষণ ভাবে আলোড়িত হচ্ছে। মহাপাপ এ তরীকে একেবারে আবৃত করে আছে। এ তুফানে অনিচ্ছায় কাষ্ঠপুত্তলীবৎ হয়ে পাপকার্য্য করে যেতে হয়, অধর্ম্ম কর্ত্তে হয়, পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে হয়, হত্যা কর্ত্তে হয়, সবই কর্‌তে হয়।

(নেপথ্যে) **মৈনাকী**—হাঁ, সবই কর্ত্তে হয়। এ তুফানে তরী রাখ্‌তে হলে অনিচ্ছায় পাপ কর্ত্তে হয়, অধর্ম্ম কর্ত্তে হয়, পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে হয়, হত্যা কর্ত্তে হয়। স্মরণ রেখো, বীর! মহাপাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে যে রক্তপাত তা' ধর্ম্মযুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন তাই

করেছিল। এ তুফানে যদি তরী ঠিক রাখ্‌তে চাও তবে স্থির, ধীর, অটল, হয়ে সব কর্ত্তে হবে! সে পাপ পাপ নয়। সে শুধু মানবের মহাপুণ্যের পথ পরিষ্কার—

জঙ্গবাহাদুর—কার এই মহাধ্বনি? সেই দেববালার? হাঁ, তাইত!

(মৈনাকীর প্রবেশ)

মৈনাকী—অনেক কর্ত্তে হবে, বীর! ধৈর্য্য ধরে, স্থির হয়ে, এ রাজ্যের তরণীকে ঠিক্ রাখ্‌তে হবে। এ শুধু প্রারম্ভ। অনেক কর্ত্তে হবে। পার্‌বে—তুমি পার্‌বে। আর শুধু তুমিই পার্‌বে।

(প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর—উঃ! কি ভয়ানক প্রেরণা! কি ভয়ানক উদ্দীপনা? ওঁর প্রত্যেকটি কথায় যেন আমার হৃদয় হতে কি এক মহাশক্তি কর্ম্মের জন্য পাগল হয়ে উঠ্‌ছে। শরীরের ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণস্রোত

প্রবাহিত হচ্ছে। 'সাহসের সহিত কর্ত্তে হবে, শুধু সাহস নয়, ধৈর্য্যের সহিত করতে হবে' তুই যখন প্রেরণা দিলি, মা! তখন তুইই এই মহাসমরে সহায় থাকিস্।

(প্রস্থান)

৫

রাজপ্রাসাদ

তরুণার কক্ষ

তরুণা—

গান

মন তারে কেন চাহে বল না !
নিখিল ভুবন মাঝে, কত শোভা কত সাজে,
আর কারো তরে কভু সেত কাঁদে না !
তাহারি মাধুরী পরাণ ভরিয়া,
তাহারই সুষমা হৃদয় পুরিয়া,
মোহন মুরতি তার কত খেলে না !

(জঙ্গবাহাদুরের প্রবেশ)

জঙ্গবাহাদুর—তরুণা !

তরুণা—তুমি এসেছ ! এত শোভা পৃথিবীময় ছড়িয়ে, এত মাধুরী ঐ নীল আকাশে, ঐ মধুময় রজনীর চাঁদনয়না তারকায়, এত শান্তি এ নিশার নিস্তব্ধ বিশ্রান্তিপূর্ণ হৃদয়ে, তবু কেন আমার প্রাণ এত আকুল হয় ? নিদাঘের চাতকিনীর প্রায় তৃষিত হয়ে থাকে ! কেন এমন হয় ? কাল মহারাজ কাছে টেনে নিয়ে গান গাইতে বল্লেন, তখনি শরীর শিউরে উঠ্‌লো, কার কথা যেন মনে হল। আমি যে আর এক জনার, মহারাজ আমায় ছোঁয় কেন ? তার পরনারী স্পর্শের পাপ হয় না ? বল ত কেন এমন হয় ? আমি রাজবাড়ীর দাসী। রাজার নিকট এ শরীর বিক্রীত। শৈশবে পিতামাতা ঘৃণিত অর্থের জন্য রাজ-দরবারে আমাকে বিক্রয় করেছিল। তবে কেন রাজার নিকট যে'তে অমন সঙ্কোচ হয় ?

জঙ্গবাহাদুর—কেন হয়, তরুণা ?

তরুণা—কেন হয়, তুমি ও জান না ? হা অদৃষ্ট ! তুমি ও বুঝ না ? আমার মনে হয়, আমি কাকেও আত্মসমর্পণ

করেছি, আমার দেহ বিক্রীত হলেও আমার এ স্বাধীন প্রাণ আমি কারো চরণে নিবেদন করে দিয়েছি। তাই এমন হয়। কিন্তু সে কি তা' জানে, তা বুঝে ?

জঙ্গবাহাদুর—(হাত ধরিয়া) জানে বৈকি, তরুণা ! সে সবই জানে, সবই বুঝে। সে জানে, তোমার চিত্ত তারই জন্য আকুল। সে জানে তুমি শয়নে, স্বপনে, নিরজনে তারই জন্য অশ্রুপাত কর। সে জানে, সংসারের সমুদয় মাধুরী তোমার নিকট তুচ্ছ—সেই তোমার সর্ব্বস্ব।

তরুণা—তবু সে আমার কাছে আসতে এত সঙ্কোচ মনে করে কেন ? তু'চার দশদিনেও একটিবার আমার সঙ্গ চায় না কেন ? আমার শরীর যখন তার সঙ্গাকাঙ্ক্ষার আগুনে দগ্ধ হয়ে যায়, যখন চিত্ত তারই পানে উধাও হয়ে ছুটে যায়, তখন সে আমার শান্তিসুধা হয়ে আমাকে শান্ত্বনা দেয় না কেন ? আমি যখন তাকে চাই---তখন তাকে পাই না কেন ? সে কেন আমার নয়নের মণি হয়ে অহরহ আমার নয়নে নয়নে থাকে না ?

জঙ্গবাহাদুর—শুধু সময় হয়নি বলে, তরুণা ! যখন সময় হবে তখন সে তোমারই হবে। সে জানে তোমার

চিত্ত কত পবিত্র. তোমার ভালবাসা কত মধুর। কিন্তু প্রতিকূল কর্ত্তব্যস্রোত তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, সবেগে আপনার পথে নিয়ে যাচ্ছে। তার বিরাম নেই বিশ্রাম নেই---নিদ্রা নেই—শান্তি নেই। সে পাগলের মত হয়ে লক্ষ্যহীন সংসার মরুতে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুল পায়নি—তাই তোমার কাছে আসে না। তোমাকে একান্ত তাঁ'রই করতে পারে না।

তরুণা—তাই কি সত্য ?

জঙ্গবাহাদুর—তাই, তরুণা ! তুমি বিশ্বাস করো, তরুণা ! এ রাজ্য এখন অরাজক। ধর্ম্ম সত্যতা এদেশ ছেড়ে দূরে হিমালয়ের কোন গোপন গহ্বরে লুকিয়ে আছে কে জানে ? অথচ আমাকে সব ঠিক করে নিতে হবে।

তরুণা—কৈ ? আমাকে ত তুমি কিছু বল নি। আমিও ত রাজ অন্দরে থাকি। রাজবাড়ীর ভিতরেব কত কথা জেনে দিতে পারি—কখনো ত তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করনি !

জঙ্গবাহাদুর—তোমরা স্ত্রীলোক, আদর, ভালবাসা, নম্রতা নিয়ে থাক। রাজনীতির কূটজালে তোমরা জড়িত হবে কেন ? সুন্দর সুগন্ধি কুসুম ত মরুভূমির উত্তাপে তেমন সুগন্ধি এবং সুমধুর থাকতে পারে না !

সে যে অকালে শুকিয়ে যায়—তাই তোমাকে বলিনি, তরুণা !

তরুণা—স্ত্রীলোক কি শুধু পুরুষের চোখে সুন্দর, সুগন্ধি ফুল হয়ে থাকার জন্যই জন্মগ্রহণ করে ? তার কি বিবেক নেই—বুদ্ধি নেই—কর্ত্তব্যের দায়ে মানুষের দুর্দ্দিনে সে কিছু করতে পারে না ? এই আমাদের মহারাণীকেই দেখ না ! কি মহাশক্তি ! অত বড় রাজ্যটাকে করতলগত করে রেখেছেন—তাঁর যদি সে দোষটি না থাকত, তবে কে তাঁকে এই হিন্দুর রাজ্যে মহাশক্তির অবতার বলে পূজা করতে সঙ্কোচ মনে করত ?

জঙ্গবাহাদুর—সত্যি তরুণা ! আমার ধারণা ছিল যেন পুরুষের নয়নরঞ্জন হয়ে থাকার জন্য স্ত্রীলোক ধরায় জন্মধারণ করে। তোমার কথায় আজ আমার চোখ্ ফুটলো। কিন্তু তুমি কি করে আমার সাহায্য করবে ? কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র এ দেশে অহরহ হচ্ছে ! তুমি রাজঅন্দরে থেকে কি করে তার খোঁজ রাখ্‌বে ? যার কণামাত্র সন্ধান পাওয়ার জন্য আমি অধীর হয়ে যাই—তার খবর তুমি কি করে জানবে ? তোমার ত সে শিক্ষা নেই ?

তরুণা—সে শিক্ষা তুমি দিয়ে নাও। তোমায় আজ একটি নূতন কথা বল্‌ব ভেবেছি।

জঙ্গবাহাদুর—কি নূতন কথা, তরুণা ?

তরুণা—তোমার রাজনীতির কথা ?

জঙ্গবাহাদুর—রাজনীতির কি কথা বল্‌বে ?

তরুণা তবে শোন। মহারাজ তিন দিনের মধ্যে গোপনে গগনসিংকে হত্যা করবার জন্য মন্ত্রী ফতেজঙ্গকে আদেশ করেছেন।

জঙ্গবাহাদুর—(চঞ্চল হইয়া) সত্যি তরুণা ?

তরুণা (নিরুত্তর)

জঙ্গবাহাদুর—বল, তরুণা ! কি বল্লে ? আবার বল !

তরুণা—আমরা যে স্ত্রীলোক। তোমাদের নয়নের ফুল হবার জন্য জন্মেছি। আমাদের জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন ? কূট রাজনীতির জালে পড়ে আমাদের সৌন্দর্য্যের কমনীয়তা শুকিয়ে যাবে না ?

জঙ্গবাহাদুর—বল তরুণা-সত্যি ? কি বল্লে ? তুমি এ কথা কোথায় শুন্‌লে ? শীঘ্র বল।

তরুণা—তবে শোন ! জানই ত অন্দরের ব্যাপার। কাল মহারাজ আমাকে একটু আদর দেখাচ্ছিলেন। আমি আবদার করে বল্লুম, তিনি হিরন্ময়ীকে কত কথা বলেন

আমাকে ত কোন দিন কিছুই বলেন না ! হঠাৎ কেন এ আদর ! তখন, সেই সময় মদের নেশায় মহারাজ হঠাৎ বলে ফেল্লেন—তিনি গগনসিংকে হত্যা করবার জন্য গোপনে ফতেজঙ্গকে আদেশ করেছেন। তিন দিনের মধ্যে গগনসিংএর নাম আর এ জগতে থাক্‌ছেনা। কথাটা তোমার কাজে লাগ্‌তে পারে। তাই তোমাকে না বলে পাল্লুম না। মহারাজ বার বার নিষেধ করেছিলেন, যেন কথাটি কাকেও না বলি।

জঙ্গবাহাদুর—তুমি আমার বড় উপকার করলে, তরুণা ! তুমি আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত হ'বার অবসর দিলে। যে চিন্তা আমাকে কয়েকদিন যাবৎ অস্থির করে রেখেছে, তুমি আজ সে চিন্তা দূর করে দিলে। কিন্তু মহারাণীত এ সহ্য করতে পারবেন না।

তরুণা—তা' আমি কি বলব ? রাজনীতির কথা ! সেখানে পুরুষের একাধিপত্য ! সে সব তোমরাই ভাল জান।

জঙ্গবাহাদুর—উপহাস করোনা, তরুণা ! এ প্রশ্নের সঙ্গে আমার জীবন মরণের সম্বন্ধ। গগনসিং আমার সর্ব্বনাশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মহারাণী তার মরণ সহ্য করতে পারবেন কি ?

তরুণা—তিনি কিছুই জান্‌তে পার্‌বেন না। এ হত্যা অতি গোপনে হবে। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত এর খবর জান্‌তে পারবে না। মহারাজ সে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। আর মন্ত্রী ফতেজঙ্গ ও ত কম চতুর নয়।

জঙ্গবাহাদুর—তরুণা! তরুণা! তুমি আজ আমাকে যে শান্তি দিলে, আমি জীবন বিনিময়েও তার শোধ দিতে পার্‌ব না।

তরুণা—(গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কাকে শোধ দেবে, তুমি? আমি কি শোধ চাই? কোন রকম প্রত্যাশা করি? যদি বিনিময়ে কিছু দাও, তবে তোমার ঐ পবিত্র হৃদয়ের ভালবাসা দিও। তোমার সুদিনে এ হতভাগিনীকে ভুলে যেওনা। বিজয়লক্ষ্মী অবশ্যই তোমায় কৃপা করবেন। সেদিন আমায় ভুলো না।

জঙ্গবাহাদুর—কিছুতেই না, তরুণা! অসম্ভব! তোমাকে ভুলব? অত বড় উপকারীকে ভুলব? অসম্ভব আমাকে তবে আজ বিদায় দাও। কাল আবার আস্‌ব। (আলিঙ্গন)

তরুণা—কাল তা হলে আস্‌বে?

জঙ্গবাহাদুর—নিশ্চয়ই আসব।

(প্রস্থান

তরুণা—তার সাথে সাথে যেন আমার প্রাণটিও চলে গেল! দেহটাই যেন শুধু নিৰ্জ্জীব ফাঁপা হয়ে পেছনে পড়ে রইল।

গান।

কবে সে আমার হবে, হবে আমার প্রাণেশ্বর ?
গরবে ভরা প্রাণে,
নিব তায় হৃদে টেনে;
সোহাগে ঢলে পড়ে,, বলিব তুয়া মোর।
মরমের সকল ব্যথা,
সরমের সকল কথা,
তাহারে দিব দান, আমিও হব তার।

তৃতীয় অঙ্ক

১

ফতেজঙ্গের বাটি

ফতেজঙ্গ ও খড়্গ

ফতেজঙ্গ—খড়্গ।

খড়্গ—কি বল্‌ছেন, পিতা ?

ফতেজঙ্গ—একটি কাজ কর্ত্তে হবে।

খড়্গ—আমার সময় কোথায় ?

ফতেজঙ্গ—কেন ? তুমি বাড়ী বসে বসে কি কর ? তোমার কাজটা কি ?

খড়্গ—বাপরে! আমার কাজের কি অন্ত আছে? এই দাসীদের ভার আমার উপর! রক্সীর ভার আমার উপর! বাড়ীর অন্দরমহলের, সুন্দরীমহলের সব কাজই ত আমিই কর্ছি। তোমার বড় বড় কাজ তুমি কর, বাবা! মন্ত্রী হয়ে থাক, আজীবন মন্ত্রীত্ব কর। আর আমি আমার স্ফূর্ত্তিটুকু করে নেই।

ফত্তেজঙ্গ—এমন হতচ্ছাড়া ছেলে ও মানুষের হয়! শুধু মদ খেয়ে জীবনের দিন গুণা যায় না খড়্গ। জীবনে অনেক কর্ত্তব্য আছে।

খড়্গ—তুমি সে সব কর, বাবা! হাজার কর্ত্তব্য আছে! লক্ষ কর্ত্তব্য আছে! উঃ! কর্ত্তব্যের আবার অভাব! সব তুমি কর।—আমি চল্লুম। তুমি কর্ত্তব্যকর, আমি চল্লুম, বাবা!

(প্রস্থান)

ফত্তেজঙ্গ—না, ও একবারে জাহান্নামে গেছে। ওকে দিয়ে কাজ হবেনা। কাকে দিয়েই বা লালজাকে ডাকাই! সে ছাড়া একাজ গোপনে আর কেউ কর্ত্তে পারবে না। তার ঘর নিতান্ত সন্নিকটে। গগনসিংএর বাড়ী গিয়ে গোপনে সেই শুধু একাজ কর্ত্তে পারবে। কিন্তু

তাকে ডাকাই কি করে! খড়গ্‌কে ছাড়া যে আর কাকেও বিশ্বাসও করতে পারিনে। বহুদিন পরে নির্ব্বাসন মুক্ত হয়েছি—কার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে বুঝাও কঠিন। লালবাহাদুর!

(লালবাহাদুরের প্রবেশ ও অভিবাদন)

ফতেজঙ্গ—লালজাকে একবার ডেকে আন। আমার বড় ঘোড়াটার কি ব্যামো হয়েছে। তাকে চিকিৎসা করতে হবে—এখনই যা।

(লালবাহাদুরের প্রস্থান)

ফতেজঙ্গ—কি ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলুম। গগনসিংকে হত্যা করতে হবে—গোপনে হত্যা করতে হবে, অথচ এদেশের মালিক মহারাণা! মুহূর্ত্তে প্রলয় ঘটাতে পারেন————

বাঃ! আশ্বিনের জ্যোস্নোরাত্রিটি কি সুন্দর! মেঘ গুলো জল হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে, আর তারা গুলো চাঁদের চৌদিকে হেসে হেসে মিটি মিটি কিরণ দিচ্ছে। কেমন স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশ! কিন্তু আমার জীবনের আকাশটি কি ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন! কি ঘোর অন্ধকার! কি ভয়াবহ তার বিদ্যুৎ চমক! কবে এর বর্ষণ শেষ হবে কে জানে! কবে এ আকাশ

পরিষ্কার হবে, এর চাঁদ আবার হাসবে, এর তারাগুলো আবার স্বাধীন ভাবে আলো দেবে তা'কে জানে? এখন মনে হয়, নির্ব্বাসনে পুণ্যধাম বারাণসীতে বেশ ছিলুম। মনে পড়ে গঙ্গাতীরের সেই পৌর্ণমাসীর দিন গুলি। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! আজ মন্ত্রীত্ব করতে এসে কত জঘন্য কাজই করতে হচ্ছে! কত হিংসা, কত ভয়, কত কুটিলতা! সেই নির্ম্মুক্ত মনকে ঘোর অন্ধকার বেষ্টন করেছে! না, এখন আর এসব দুর্ব্বল চিন্তা কেন! মহারাজ আমায় কর্ত্তব্য করতে ডেকেছেন— কর্ত্তব্য করতে হবে।

(লালবাহাদুরের প্রবেশ)

লালবাহাদুর—হুজুর! লালজা এসেছে—

ফতেজঙ্গ—তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।

(লালজার প্রবেশ)

লালজা—সেলাম, হুজুর! এত রাত্রিতে অধমের প্রতি কি আদেশ?

ফতেজঙ্গ—তোকে একটী গুরুতর কাজ করতে হবে, লালজা!

লালজা—এমন কি কাজ যা' মহারাজের হুকুম হলে লালজা কর্ত্তে পারে না ? লালজা যে মহারাজের বংশানুক্রমিক ক্রীতদাস।

ফতেজঙ্গ—লালজা! তুই বিশ্বাসী বলেই তোকে এ কাজের ভার দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখিস, অতি গোপনে একাজ কর্ত্তে হবে। পারিস্ ত এ রাজ্যের রাজসুখ ভোগ করবি! না পারিস্ত গর্দ্দান যাবে।

লালজা—(সভয়ে) মহারাজের হুকুম হলে এ দাস সবই করতে পারে। তবে মহারাজ! অধমের স্ত্রী, পুত্র পরিবার আছে।

ফতেজঙ্গ—সে ভাব আমার উপরই রইল। তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। গোপনে গগনসিংএর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করতে হবে। তার পরে তুই যাতে সপরিবারে বারাণসীতে স্থান লাভ করতে পারিস্ তার ব্যবস্থা করে দেব।

লালজা—(নিরুত্তর)

ফতেজঙ্গ—নিরুত্তর রইলি যে! পারবি নে ? পারতেই হবে! মনে রাখিস, এ আমার আদেশ! নৈলে ঘাড়ে মাথা থাকবে না!

লালজা—পারব মহারাজ ! (স্বগত) না পেরে যখন গতি দেখছি নে, তখন পারতেই হবে ।

ফতেজঙ্গ—তিন দিনের মধ্যে এ কাজ করতে হবে ! আবার সাবধান করে দিচ্ছি । একাজের সঙ্গে তোর জীবন মরণ সম্পর্ক ! ঘুণাক্ষরে একথা প্রকাশ হলে তোকে নির্ম্মূল হতে হবে ! সাবধান !

লালজা—যে আজ্ঞে, মহারাজ !

ফতেজঙ্গ—সাবধান !

লালজা—যে আজ্ঞে, জাঁহাপনা !

(ফতেজঙ্গের প্রস্থান)

কি ভয়ানক ব্যাপার ! আজ কার মুখ দেখে উঠে ছিলুম রে, বাবা ! গগন সিং মহারাণীর লোক । একবারে মহারাজের সমকক্ষ ! তাকে হত্যা করে এদেশে কে বাঁচবে ? বাবা ! আমি ত মরেই গেছি । তুমি মন্ত্রী বট, বাবা ! কিন্তু একাজ করে তুমিও যে বেঁচে থাকতে পারবে, সে ভরসা তোমার না করাই ভাল ।

২

জঙ্গবাহাদুরের বাটি।

জঙ্গবাহাদুর—আর না! আর না! আর ভাবনা করলে চল্‌বে না! এখন কাজের সময়! এখন লড়বার সময় এসে পড়েছে। কর্ত্তব্য যখন সাম্নে এসে দাঁড়ায়—বিপদ যখন মানুষের সাম্নে দাঁড়িয়ে তাকে বলে 'দেখ্—তুই বড় না আমি বড়!' তখন কর্ম্মের সময়। আমাকে

নামাবে ! আবার কর্ণেল করবে ! সাধ্য হবে না—সাগর পাহাড় হয়ে যেতে পারে, এ বিশাল হিমালয় সাগরে পরিণত হতে পারে, তবু আমাকে নামাতে পারবে না। প্রাণ যাবে ? যাক ! মৃত্যু ত আছেই ! কিন্তু ইজ্জত যেতে দেবো না। কতবার কর্ত্তব্যের জন্য জীবন পণ করেছি—মত্ত হাতীর স্কন্ধে দাঁড়িয়ে তাকে দমন করেছি ! বর্ষায় বাগমতীতে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গেছি ! আমি এসব কীট পতঙ্গকে ভয় কর্ব্ব ! ফতেজঙ্গকে ! সে বৃদ্ধ জরদ্গবকে ! গগন সিংকে ! কাকেও নয় ! মহারাণীকেও নয় ! দাঁড়াক সমগ্র নেপাল এক পক্ষে ! জঙ্গবাহাদুর একলা তার অসি নিয়ে আর এক পক্ষে দাঁড়াবে ! ভয় যাকে চিরকাল ভয় করে চলেছে—সে আর ভয়ের ভয়ে ভীত হচ্ছে না।

(বেগে তরুণার প্রবেশ)

কে ? তরুণা ! তুমি ! তুমি এত রাত্তিরে এখানে ? কেন ?

তরুণা— তোমাকে একটি কথা বল্‌তে এসেছি।

জঙ্গবাহাদুর— কি কথা বল্‌বে ? কি সাহস তোমার ? এত রাত্তিরে প্রাসাদ ছেড়ে একেলা এতদূর এসেছ ! কি কথা ? বল !

তরুণা—বল, রাখ্‌বে।

জঙ্গবাহাদুর—কি কথা ?

তরুণা—প্রতিজ্ঞা কর! ভুলে যাও আমি নারী। ভুলে যাও সে কথা! তোমাকে আজ নারীর পরামর্শ নিতে হবে!

জঙ্গবাহাদুর—আমায় ক্ষমা কর, তরুণা!

তরুণা—কেন ? জঙ্গবাহাদুর! আমি নারী বলে ? পদ্মিনীর কথা তোমার মনে নেই ? রাজপুত রমণীর কীর্ত্তির কথা ভুলে গেছ ? নারীর বুদ্ধি, নারীর গৌরব, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন দিন ছিল না ? তুমি এ রাজপুত রমণীর একটি কথা রাখ্‌তে পারবে না ? আমি তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষী নই।

জঙ্গবাহাদুর—বল, তোমার কথা তুমি বলে যাও। সম্ভব হয়তো রাখ্‌ব। না হয় তো আমাকে ক্ষমা করো।

তরুণা—তবে শোন! তবে শোন জঙ্গবাহুর! সে কথাটি শোন—তোমার ইচ্ছে হয় রাখ্‌বে। না হয় রাখ্‌বে না। গগনসিং মরবেই। মহারাজের যখন আদেশ হয়েছে, তখন কেউ তাকে রাখ্‌তে পারবে না। আমি এত রাত্তিরে একেলা এসেছি শুধু তোমাকে আর একটি কথা বল্‌তে। আমার প্রতি সামান্য ভালবাসাও যদি তোমার থাকে,

তবে তুমি সে কথা উপেক্ষা করবে না। গগনসিংএর হত্যায় যেন তোমার কোন হাত না থাকে। মহারাণীর যেন সামান্য সন্দেহও না হয়—যে তুমি গগনসিংএর হত্যার ব্যাপারে আছ! কাল গগনসিং মহারাণীকে বলছিল, তুমিই তার শত্রু—ফতেজঙ্গকে সে তেমন ভয় করে না। মহারাণী ফতেজঙ্গকেই ভয় কচ্ছিলেন। আমি নিজে সে সব শুনেছি। কাল রাক্ষসী সেই মহারাণী। ভীষণ জিহ্বা বিস্তার করে বসে আছে। কখন কাকে চিবিয়ে খায় তার ঠিক নেই। মনে রেখো ভীমসেন থাপার অদৃষ্টের কথা। মনে রেখো তোমার নিজ [illegible] মাতবরসিংএর হত্যার কথা। এ ব্যাপারে তুমি দূরে থেকো। ভয়ে নয়, ভয় তোমার নেই তা জানি। ভয়ের জন্য নয়— নিরাপদ থাকার জন্য। গগনসিং মরবেই—তুমি কেন স্বেচ্ছায় সে দায়িত্বের অংশ নিতে যাও? যখন তুমি জেনেছ তোমার শত্রু নিপাত যাবেই—তখন আর এ হত্যায় লিপ্ত হতে যেও না। কখনও না—মহারাজ নিজে ডাকিয়ে বল্লেও না। ঠিক্ জেনে রেখো— গগনসিং মরলে এ রাজ্যের ষোল আনা মালিক হবেন মহারাণী। তাঁর কথায় এদেশ উঠ্‌বে পড়্‌বে।

(চলিতে চলিতে)

তুমি বীর বলে, সাহসী বলে, পুরুষ বলে আমার কথা উপেক্ষা করো না, জঙ্গবাহাদুর !

জঙ্গবাহাদুর—এখনই রণদীপকে বল্‌তে হবে যেন সে লালজাকে কিছু না বলে। এ রমণীর এ সময়ের কথা অবশ্যই রাখ্‌তে হবে।

রণদীপ ! রণদীপ !

(রণদীপের প্রবেশ)

রণদীপ—কি আদেশ, দাদা !

জঙ্গবাহাদুর—লালজাকে কিছুই বল্‌বার প্রয়োজন নেই। তিন দিন থাক্—পরে যা হয় করব। বলে ফেলেছিস্ ?

রণদীপ—না—

জঙ্গবাহাদুর—কিছুই বলবি নে। পরে যা হয় করব।

রণদীপ—যে আজ্ঞে।

৩

গগনসিংএর বাটি।

করুণা এবং মলিনা।

করুণা—মলিনা!

মলিনা—কি রাণীমা!

করুণা—আমি কাল একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মনটা বড় খারাপ লাগ্‌ছে।

মলিনা—কি দুঃস্বপ্ন, মা ?

করুণা—দুঃস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন জানি নে, মলিনা ! দেখলুম, আমি সহমরণের জন্য তৈরী হয়েছি। বড় ভয় হয়। অকালে কে আমায় অনাথা করবে, জানি নে !

মলিনা—স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করে তুমি এত কাতর হচ্ছ, মা ? ও সব স্বপ্ন যারা দেখে, তাদের ফলে না। প্রায়ই পরের ঘরে ফলে থাকে। আমাদের জঙ্গ সাহেবের কি ভয়, মা ? তিনি যে এখন মহারাজের সমতুল। তাঁর আবার ভয় কি ? এ সব তোমার কুভাবনা।

করুণা—কুভাবনা নয়, মলিনা ! আমি ত এ রাজ্যের মহারাণী হবার সৌভাগ্যকে তুচ্ছ মনে করি। কুটীর বাসিনী হয়েও যদি আমি স্বামীর প্রেমের অধিকারিণী হতুম—সেও আমার স্বর্গ সুখ হ'ত। কিন্তু এখন আমার প্রাণনাথ যে—

মলিনা—কেন তুমি এত কাতর হচ্ছ, রাণীমা ? বাবা ত তোমাকে তুচ্ছ করেন না। তোমার কথার উপর কথাটী বলেন না। তবু তুমি কেন এত কাতর হও মা ?

করুণা—তুই জানিস্‌নে, মলিনা ! তুই জানিস্‌নে, এ প্রাণে কত দুঃখ। তুই জানিস্ নে, নারীর প্রাণ কি ভাবে

স্বামীর ভালবাসা চায়। তোরা দাসী। ক্রীতদাসের মত শৈশব হতে এখানে জীবন যাপন করছিস্—তোদের সে সৌভাগ্য হয়নি। স্বামীপ্রেম সতী নারী ভাগে পেতে চায়না। এ শুধু তার একা উপভোগ করবার জিনিষ। আমার সেই স্বামী প্রেম মহারাণী ভাগ করে নিয়েছে। আমার অন্তর রাজ্যের রাজাকে সে কেড়ে নিয়েছে। সে যে আমার মহাশত্রু! আমার ভূসম্পত্তি নিক! আমার ধনদৌলত নিক! আমার পদ-গৌরব নিক! সবই আমার সহ্য হবে—কিন্তু সে যে আমার সংসারের সেরা সুখ কেড়ে নিয়েছে। এ দুঃখ আমার সহ্য হয় না।

মলিনা—হাঁ, মা! এ সব যেন এখন এদেশে রীতি হয়ে পড়েছে। পবিত্র স্বামী প্রেম এখন দুর্ল্লভ। এদেশে এখন প্রেম নেই। তোমরা কষ্ট পাবে, বৈ কি!

করুণা—আমার শুধু সে দুঃখ নয়, মলিনা! যেই মহা-জালে প্রাণনাথ জড়িত হয়ে পড়েছে, না জানি আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। তাই স্বপ্নেও বিচলিত হয়ে পড়ি। উঃ! কি ভয়ানক! কি দেখলুম, মলিনা! আমার প্রাণ নাথ যেন জীবন হীন হয়ে ভূতলে পড়ে আছেন! সকলে অবাক্

হয়ে চেয়ে আছে! আর আমি যেন তাঁরই সাথে সহমরণ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

মলিনা—ও কিছুই নয়, মা! শুধু মনের ভ্রম।

(জনৈক দাসীর প্রবেশ)

দাসী—বাবা তোমায় ডাকছেন, মা! তিনি রাজ দরবারে যাচ্ছেন।

করুণা—এই যাচ্ছি—তুই যা!

(উভয়ের প্রস্থান)

মলিনা—ওঃ! কি গভীর স্বামী ভক্তি! আর জেনেরেল সাহেব এমন পূত ভালবাসা ছেড়ে মহারাণীর অবৈধ প্রেমে মত্ত। বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে জঘন্য অপবিত্রতার সহিত পবিত্রতার একি অদ্ভূত সংযোগ! পবিত্র গোলাপের বুকের সুকোমল পাঁপড়ী মাঝে ঘৃণ্য কীট দিতে তুমি কত পটু!

(প্রস্থান)

৪

রাজপ্রাসাদ।

সুরেন্দ্রবিক্রম ও জঙ্গবাহাদুর

সুরেন্দ্রবিক্রম—জঙ্গবাহাদুর !

জঙ্গবাহাদুর—যুবরাজ !

সুরেন্দ্রবিক্রম—আমি শিশুকাল হ'তে তোমায় ভালবাসি, তুমি তা' জান ?

জঙ্গবাহাদুর—বেশ জানি, যুবরাজ! আপনার পিতার অনুগ্রহেই আমি আজ সেনাপতি।

সুরেন্দ্রবিক্রম—পিতার কথা ছেড়ে দাও, জঙ্গবাহাদুর! পিতার কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে শিশুকাল হতে ভালবেসেছি, সে কথা তুমি স্বীকার কর ত?

জঙ্গবাহাদুর—খুব করি, যুবরাজ! যত অসম্ভব কাজ যা কেউ কর্ত্তে পারত না, সব আমাকে দিয়ে করিয়েছেন এবং তার পুরস্কার করেন নি তা ও নয়।

সুরেন্দ্রবিক্রম—তবে শোন! তোমাকে আজ সব কথা খুলে বলব। ছোট রাণী আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ফাঁক খুজে বেড়াচ্ছে। তোমার চক্ষু আছে। তুমি তা' বেশ বুঝতে পেরেছ। তোমাকে এর প্রতিকূলে দাঁড়াতে হবে।

জঙ্গবাহাদুর—আমাকে ক্ষমা করবেন, যুবরাজ!

সুরেন্দ্রবিক্রম—কেন জঙ্গবাহাদুর। প্রাণের ভয় কর? রাণীর কোপে পড়তে হয় বলে ভয় করছ? কৈ? তোমার চরিত্রে ভয়ের কোন লক্ষণ ত দেখিনি। যে দু'শ হাত উচু ভীমসেন থাপার স্তম্ভশির হতে হেলায় লাফিয়ে পড়তে পারে, বর্ষার বাগমতীতে অশ্বপৃষ্টে ঝাঁপ দিতে পারে, মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে যে

তাকে দমন কর্ত্তে পারে, তার আজ এত ভয় হল ? কেন জঙ্গবাহাদুর ? সেনাপতি হয়েছ বলে ?

জঙ্গবাহাদুর—তা' নয় যুবরাজ !

সুরেন্দ্রবিক্রম—তবে কেন ?

জঙ্গবাহাদুর—এখানে বড্ড গোলমাল—আমি এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

সুরেন্দ্রবিক্রম—বেশ ! তা' বলে আমি যুবরাজ তোমার সহায়তা চাইলে, ঘাতকের হাত থেকে আমার জীবন রক্ষা কর্ত্তে বল্লে, তুমি আমায় রক্ষা করবে না ? আর যুবরাজই বলি কেন ? আমি ত এখন এক রকম রাজা। পিতা সেবার আমাকে কাগজে কলমে লিখে রাজ্য-ভার দিয়েছিলেন। শুধু এই কুটিলা লক্ষ্মীবাই এর জন্য আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি নে। মনে রেখো জঙ্গবাহাদুর ! মনে রেখো এ কথা ! আমার যদি এ রাজ্যের প্রকৃত রাজা হবার কোনও পথ হয়, তবে তুমি মন্ত্রী হলে। তোমার চেয়ে আমি কাকেও আর বেশী বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। তোমাকে শুধু একটি কথা বল্‌তে ডাকিয়েছিলুম,সেটি এই। ছোট রাণী যদি রণেন্দ্রকে রাজা করবার জন্য গোপনে আমাকে বধ কর্‌বার ষড়যন্ত্র করে, তুমি তা' আমাকে জানাবে।

সে সময় তুমি আমার বন্ধু হবে। আমি জানি তুমি অসমসাহসী যুবক। সময় হলে, সুযোগ হলে, তুমি আমার জন্য সবই কর্ত্তে পার।

জঙ্গবাহাদুর—সাধ্যমত চেষ্টা করব, যুবরাজ। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি দেখব, যেন মহারাজ রাজেন্দ্র-প্রসাদের পর যুবরাজ সিংহাসনের অধিকারী হন। কারণ এ সিংহাসন ন্যায়তঃ আপনারই! কিন্তু আমাকে অত বড় কথা কেন, যুবরাজ! আমি ত সামান্য একজন জেনেরেল! আমার উপরে এখনও অনেক। যাক্ সে কথা! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মহারাজের পর যাহাতে রাজসিংহাসন যুবরাজের হয় আমি সে চেষ্টা করব।

সুরেন্দ্রবিক্রম—তুমি মনে রেখো, জঙ্গবাহাদুর। আমি রাজা হলে তুমিই মন্ত্রী। মনে রেখো সে কথা।

(প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর—এখানে কাকেও মন্ত্রী করতে হবে না। যার, হবার, সে নিজের শক্তি বলে, বুদ্ধি বলে হবে। কেউ কৃপা করে সে পদ দিতে পারবেনা। দিলে ও সে টিকে থাকতে পারবে না। যে মন্ত্রী এখানে স্থায়ী হতে চায়, তাকে সমস্ত শক্তি আপন হাতে গুটিয়ে নিতে হবে। নৈলে তার রক্ষা নেই।

৫

ফতেজঙ্গের বাটী

খড়্গ, বাহাদুর ও কেটিগণ

খড়্গ।—আয়, আয় তোরা, আয় না দেখি একবার কাছে।

(কেটিদের নিকটে আগমন)

খড়্গ।—বাঃ! জীবনটা কি মজার! বাপ যদি মন্ত্রী হয়—ছেলের আর ভাবনাই থাকে না।

জনৈক কেষ্টি—হ্যা, হ্যা, তাই ত! তা না হলে কি আর গোবরগণেশ হওয়া যায়?

খড়্গ—এঁ্যা, কি হওয়া যায় বল্লি? কি হওয়া যায়?

অপর কেষ্টি—কেন? গোবরগণেশ!

খড়্গ—ও বাবা! সে আবার কি? গোবরগণেশ আবার কি?

কেষ্টি—হা! হা! গোবরগণেশ চেন না? এই দেখ, আমি তোমাকে গোবরগণেশ সাজাচ্ছি। ঠিক হয়ে বসো, নড়াচড় করোনা। বাস্—এই··এবার ঠিক হয়েছে!

খড়্গ—বাঃ। বাঃ। মাথায় আবার ওটা কি দিলি?

কেষ্টি—কেন গোবরগণেশের টুপী, এই দেখ না! এটা মাথায় পরলে বেশ সুন্দর গোবরগণেশ হওয়া যায়।

খড়্গ—এঁ্যা! তাই ত! আমি বেশ সুন্দর গোবরগণেশ হয়েছি ত! আয় দেখি, তোরা একবার গোবর-গণেশের কাছে আয়ত! ও বাবা! একি! তোরা সব হাস্‌ছিস্ কেন?

কেষ্টি—না—না—আমরা গোবরগণেশের পূজা করব কিনা! তাই হাস্‌ছি। এই এখানে তুমি বসো—আমরা সব মন্তর পড়্‌ছি। এখানে যে গণেশ পূজা হয়, তুমি দেখ নি মন্ত্রা পুত্তুর! তেমনি করে—ফুল চন্দন

দিয়ে—ভক্তি করে তোমার পূজো করব। তুমি শুধু চুপটী করে বসে থাক!

অপর কেউ—(কপালে গোবরের ফোঁটা প্রদান) এই ঠাকুর! লক্ষ্মীটী হয়ে বসো!

খড়্গ—বাঃ! একি রে! এ আবার কি দিলি—এযে গোবরের গন্ধ! কি জ্বালা!

কেউ—ও বাবা! তুমি গোবরগণেশ হবে, আর গোবরের গন্ধ সইতে পারবে না? তা হলে যে সবই পণ্ড। পূজা আর হলোনা—চুপটী করে, চোখ বুজে বসো! দেবতা আবার কবে কথা কয়?

খড়্গ—তা বেশ! চুপ করেই রইলুম। তোদের যা ইচ্ছে কর, বাবা!

কেউ—এই আমি মন্তর পড়্ছি। এ হচ্ছে গোবরগণেশের মন্তর—চুপ করে থাকবে। জান ত? দেবতা কোন দিন কথা কয় না।

খড়্গ—হাঁ জানি, তা বেশ জানি।

কেউগণ—(সকলে এক সঙ্গে) তা হলে আমরা আরম্ভ কচ্চি—ওঁ নমঃ গোবরগণেশায় নমঃ, ওঁ ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ———

খড়্গ।—আরে আমি যে বসেই আছি। ও আবার তিষ্ঠক, পিষ্ঠক কি বল্‌ছিস ?

ফেকটিগণ—চুপ কর! দেবতার কথা বল্‌তে নেই। ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং, কাশ্যপেয়ং মহোদরং—ইতি গোবরগণেশায় নমঃ।

খড়্গ।—তোরা ত বেশ পুরুত ঠাকুরের মতই মন্তর জানিস, দেখছি।

জনৈক ফেকটি—তা জানব না ? তা না হলে আর পূজা করতে বসেছি ? তুমি যেমন গোবরগণেশ, ঠিক তেমনই তোমার মন্তর। এখন আমরা সব পেরণাম করি। পূজা শেষ হয়েছে।

খড়্গ।—তা কর, যা ইচ্ছে কর—আমি কোন আপত্তিই করব না।

(সকলের একত্রে চুম্বন—কেহ পৃষ্ঠে, কেহ ঘাড়ে, কেহ মুখে, কেহ নাকে)।

খড়্গ - আরে বাপরে! এ কিরে বাবা! তোরা আমায় খেয়ে ফেলবি নাকি ? বাপরে বাপ! একি ভয়ানক, আমি তবে পালাই—

(ভোঁ দৌড়)

কেটিদের গান

ভাল হে গোবরগণেশ ভাল তুমি দেবতা বটে !
নৈলে কি জগত ভরা তোমার এত কীর্ত্তি রটে !
গোবরের ফোঁটা দিয়ে,
তোমারে সাজাইয়ে,
পূজিনু তাই আজিকে, মোদের এই প্রেমের হাটে !
চুমিয়ে নমস্করি,
সোহাগে ঢলে পড়ি,
এত তুমি সইতে না'র, তাই বুঝি দিলে চম্পট হে !

চতুর্থ অঙ্ক

১

পর্ব্বতশিখরে মৈনাকী

মৈনাকী—পাহাড়গুলো কি সুন্দর! চাঁদের আলোয় ওদের রঙ্ কেমন ফুটে উঠেছে! শিখরগুলো কেমন চকোরের মত চাঁদের সুধা পানে ছুটে যাচ্ছে! নীরব তানে তাদের বুক কেমন স্ফীত হয়ে উঠেছে! ওঃ! কি বিশাল প্রকৃতি! ঐ আকাশ—ঐ অগণিত

নক্ষত্র—ঐ চন্দ্রলোক—আবার এই ধরাতল ! কি বিশাল ! কত বড় ! তার মাঝে কত জীবজন্তু ! তার মধ্যে আবার মানুষ ! তার আবার কর্ম্ম তার আবার কর্ত্তব্য ! আবার সে মানুষের জীবনই কি প্রহেলিকাময় ! অনন্ত জগৎ ভীষণবেগে অনন্ত শূন্যে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারই সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ধরাখানা ও ঘুরছে। তারই মাঝে সেই অসীম সৃষ্টি সাগরে মানুষের জীবন উঠ্‌ছে আর পড়চে ; উঃ ! কি অসীম এই সৃষ্টি ! আর অনন্ত সময়ের বুকে তার কি ভীষণ গরজন ! কি ভয়ঙ্কর সে মহাশক্তি ! যার ইঙ্গিতে অনন্ত সৃজন অনন্তকালের তরে মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে মরছে। অত বড় ! অত বিশাল ! অত শক্তিময় ! মানুষ তার হিসাব কর্ব্বে ! যে কিসে মরে যায়, আর কিসে বেঁচে থাকে, সেটুকু জানে কি ? আর আমি ! কতদূরে থাকি ! কত উঁচুতে ! তবু নেবে যেতে হয়। না গিয়ে পারি না। সময় সময় কেমন একটা টান আসে ! অমন জোরেই টানে—থাক্‌তে পারি নে।

গান।

ঐ যে গরজে দূরে অনন্তেরই মহারব।
সে যে কোথা হতে আসে, কোথা চলে যায়, জানিতে চাহে এ
পরাণ সব।
অনন্ত সময় ব্যাপিয়া গরজে,
অনন্ত দিক্ সেই মহারবে মজে,
ঐ উড়িতেছে ধরা তারই মহাবেগে স্বরগ মরত পাতাল সব !
কত কোটি জীব সে রব সাগরে,
উঠিছে ডুবিছে নিত্য স্বজন মাঝারে,
কে রাখে, কে করে, এই ধরা'পরে সে মহানিকাস,
সে হিসাব সব।

২

গগনসিংএর আহ্নিক কক্ষ

গগনসিং কুশাসনে উপবিষ্ট—লালজার প্রবেশ

লালজা—(স্বগত) কি বাবা! চক্ষু বুঝে মালা টপ্‌কাচ্ছ! ও টপকালে আর কি হবে! এত সোজা নয়, বাবা! তা' তুমি মালা জপ্‌ছ, কি রাণীমার নাম জপ্‌ছ—তাও বা কে জানে? তা বেশ! আমার কাজটা আমি এখন সেরে নেই। এত কষ্ট করে দেওয়াল

টপ্‌কিয়ে অন্ধকারে এসেছি— কাজটা সেরেই নিই। নিজের মরার চেয়ে পরকে মেরে বেঁচে থাকা ভাল। তা' বেশ! এই—এই—কেমন!

(গুলি করন—জানালা দিয়া পলায়ন)

গগনসিং—ওঃ! ওঃ! ভগবান্— কে অমন কর্ল্লরে? করুণা! করুণা! একটিবার এসো। আমি যাই! কিন্তু যাবার বেলা তোমার ন্যায় সতীর কাছে একটিবার ক্ষমা চেয়ে যাই। উঃ। আর পারি নে। কৈ? এলে না—এলে না—করুণা!

(মৃত্যু)

বেগে করুণার প্রবেশ

করুণা—কেন? কেন? অমন কাতর হয়ে আমায় ডাক্‌ছিলে কেন? ওঃ! সর্ব্বনাশ! একি হলো! ওঃ! ওঃ! কে আমার অমন সর্ব্বনাশ কর্‌ল রে? কে আমায় অনাথা কর্‌ল রে? ওঃ! ওঃ! নাথ— আমায় শেষটিবার তোমার বুকে নাও। শেষ বারটি কথা কও। আবার ডাক! ডাক! করুণা বলে আবার ডাক। আর একটিবার ডাক; নারায়ণ!

নারায়ণ! তোমায় উপাসনা কর্ত্তে বসেছিল আমার প্রাণেশ্বর! তুমি শেষে এই কর্‌লে! এই তোমার মনে ছিল প্রভো? ওঃ---সেই স্ব-প্ন!

(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

৩

মহারাণীর কক্ষ

মহারাণীর প্রবেশ

মহারাণী—পাগল সুরেন্দ্রবিক্রম রাজা হবে! অসম্ভব! আমি জীবিত থাকতে তা'হতে দেব না। আমার রণেন্দ্র থাক্‌তে—আমার হাতে এত ক্ষমতা থাক্‌তে সুরেন্দ্রবিক্রম রাজসিংহাসনে বস্‌বে! তা কখনো হবে না! মহারাজ এখনো জীবিত বটে, কিন্তু শক্তিহীন। আমার অমতে কোন কাজ করবার সাধ্য নেই। আজ আমায় ভয়ে মহারাজ সশঙ্ক—মন্ত্রী

৮—

ফতেজঙ্গ সশঙ্ক—যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সশঙ্ক—সমগ্র দেশ সশঙ্ক। এমন সুযোগ আমি ছাড়ি কেন? এত বড় শক্তি হাতে নিয়ে আমি সতীনের ছেলেকে রাজা হতে দেব কেন? ফতেজঙ্গ মন্ত্রী হয়েছে। কিন্তু সে হাল ধর্‌তে পার্চ্ছে না—সে আর ক'দিন টিক্‌বে! তখন গগনকে মন্ত্রী কর্‌ব। তা'কে ত সাতটি সেনাবাহিণীর মালিক করে দিয়েছি আর ফতেজঙ্গের হাতে মাত্র তিনটি। যে জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমনি করেই হোক, আমার রণেন্দ্রকে রাজসিংহাসনে বসাতেই হবে। সুরেন্দ্রবিক্রমকে হয় ত নির্ব্বাসিত কর্‌ব—নয় ত একেবারে পরলোকে পাঠায়ে দেব—কিন্তু এত রাত্তির হল। আজ গগন আস্‌ছে না কেন? সে ত সর্ব্বদা এর অনেক আগেই এসে থাকে। প্রাণটা আমার আজ অমন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? কোন অমঙ্গল হয়েছে? দুজন চর পাঠিয়েছি! কৈ? কোন দিন ত অমন হয় না! কেউ ত কোন সংবাদ নিয়ে আস্‌ছে না!

(দূতের প্রবেশ)

কি খবর দূত? গগনসিং কোথায়?

দূত—(নিরুত্তর)

মহারাণী—কি ! জবাব দিচ্ছিস্ না যে ? বল্, শীঘ্র বল্। শীঘ্র বল্ গগন কোথায়। কি রে ? কাঁপছিস্ কেন ? অমন করে কাঁপছিস্ কেন ?

দূত—মহারাণি ! জর গগনসিং সাহেব আর এই জগতে নেই। সন্ধ্যায় আহ্নিকের সময় কে তাঁকে হত্যা করে গেছে। তাহার মৃতদেহ বুকে নিয়ে সতীরাণী করুণাময়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

মহারাণী—এঁ্যাঃ ! এঁ্যাঃ ! গগনসিং হত ? এঁ্যা ! বলছিস্ কি রে, দূত—সত্য বল—আবার বল ! নৈলে-- (অসি তুলিয়া)

দূত—সত্যই বল্‌ছি, রাণীমা ! সত্যই বলছি ! এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে গেছে। বিদ্রোহের ভয়ে মহারাজ রেসিডেন্সিতে গেছেন। চলে মন্ত্রী ফতেজঙ্গ সসৈন্যে যুবরাজকে রক্ষা কর্চ্ছেন। নূতন জর জঙ্গবাহাদুর সাহেব মহারাণীর আদেশ রক্ষার জন্য তৈরী হয়ে আছেন। এতক্ষণ কেউ এ সংবাদ মহারাণীকে দিতে সাহস করে নি।

মহারাণী—কি বল্‌ছিস রে, তুই দূত ? গগন নেই ! ওঃ ! আমার যে সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু—কিন্তু আমি বল্‌ছি—আমি যদি রাজপুত রমণী হই, রাজপুতের

তীব্র বীর্য্যে যদি আমার জন্ম হয়ে থাকে—তবে এর প্রতিশোধ নেব। গগন! গগন! গগন! তুমি আমার হৃদয়ের একটি দিক্ একেবারে শূন্য করে গেলে! কিন্তু তোমার আত্মা অতৃপ্ত রবে না। আমি জীবিত থাক্তে তোমার আত্মা অতৃপ্ত রবে না। তোমার ঘাতকের শোণিতে আমি তোমার তর্পণ করাব। শোণিতের নদী বহায়ে এ হত্যার প্রতিশোধ নেব। কিন্তু—মূলে কে? এর মূলে কে? এ্যাঁ! এ্যাঁ! এ ঘাতক ফতেজঙ্গ। এ আর কেউ নয়। এ নিশ্চয়ই ফতেজঙ্গ। এখনি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। গগনের ঘাতক জীবিত থাক্‌বে? তার রক্তে গগনের প্রেতাত্মার তৃপ্তি হবে না? এ অসম্ভব। যাই—তবে যাই—গগনের সেই দিব্য দেহখানা শেষ বার দেখে নেই।

(প্রস্থান)

দূত—উঃ। কি ভয়ানক ক্রোধ! বুঝি মুহূর্ত্তে এই ক্রোধাগ্নিতে সব ভস্ম হয়ে যাবে! দুটো আঁখি দিয়ে কণা কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়ে যেন দেশটাকে অগ্নিময় করে তুল্‌বে! কি ভয়ানক মূর্ত্তি!

(কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

৪

গগনসিংএর বাটীর প্রাঙ্গণ

মৃত গগনসিং, মৃতা করুণা, লতিকা, জঙ্গবাহাদুর,—প্রহরীগণ

লতিকা—মা ! মা ! ওমা ! তুমি ওঠ। বাবা চলে গেল বলে তুমি ও যাবে, মা ? তবে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌ব ? মা ! তুমি ওঠ—দেখ একবার—একবার দেখ—মা ! ওমা !

জঙ্গবাহাদুর—উঃ ! কি ভয়ানক দৃশ্য ! কি মর্ম্মস্পর্শী ! এতে যে পাষাণও গলে যায়। পতীর বিরহে এ সতী মৃতা ! আর এ তরুণা বালিকা কি—

(বেগে রাণীর প্রবেশ)

(সকলে সশঙ্ক)

মহারাণী—কোথায় গগনসিং—কোথায় তার মৃতদেহ ? এঁ্যাঃ ! এঁ্যাঃ ! এখানে ? গগন ! তুমি চলে গেলে ? কিন্তু তোমার আত্মাকে লক্ষ্য করে আমি বল্‌ছি—এই অন্ধকারময়ী নিশার বক্ষে দাঁড়িয়ে আমি বল্‌ছি—এ রাজ্যে আর কারো সোয়াস্তি নেই। ভীষণ মহামারীর প্রকোপে এ দেশ দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। মৃত মৃতের উপর গড়িয়ে পড়্‌বে। মরণ এখানে এত সাধারণ হবে যে মা মৃত সন্তানের মুখের দিকে ফিরে চাইবে না। তোমার ঘাতককে আমি চিনেছি, গগন ! আমি জীবিত থাকৃতে তার রক্ষা নেই। গগন ! গগন ! না ! একি দুর্ব্বলতা ! ওঃ ! এ হতে দেবো না। এখন কেন এ নম্রতা হৃদয়ে আস্‌ছে—ছিঃ ! জঙ্গবাহাদুর !

জঙ্গবাহাদুর—মহারাণি --

মহারাণী—তুমি এখনই গিয়ে ফতেজঙ্গকে নিয়ে এসো। সে এখনই এই মুহূর্ত্তে গগনের আত্মার সদ্য তৃপ্তির জন্য তার ঘাতককে এনে দেবে—নয় ত তাকে গগনের আত্মার তৃপ্তির জন্য নিজের শোণিত দিতে হবে। যাও! শীঘ্র যাও!

জঙ্গবাহাদুর--যে আজ্ঞে!

(প্রস্থান)

মহারাণী—তুমি কাঁদছ, লতিকা? কেঁদো না তুমি! তোমার পিতার অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি এখনই নিচ্ছি।

লতিকা—আমি ত প্রতিশোধ চাইনে, রাণীমা! তুমি প্রতিশোধ নিলে হয়ত আমার মত আরো কতজন কাঁদবে। ওগো! তুমি আমার মাকে এনে দাও! আমার বাবাকে এনে দাও! উঃ! ওমা! মা! তুমি ওঠ! মাগো!

মহারাণী—(স্বগত) গগন গেল—সে তার স্ত্রীর হৃদয় শূণ্য করে গেছিল। পতিব্রতা তা সহ্য কর্ত্তে না পেরে সহমরণ গেছে। কিন্তু আমি কেন চিত্তে এ শূন্যতা অনুভব করছি! আমার কেন হৃদয় কাঁপ্‌ছে!

এ ভীষণ স্থৈর্য্যের মধ্যে কেন চঞ্চলতা মাঝে মাঝে চমকিয়ে উঠ্‌ছে। না! না! তা' হতে দেব না। এ নারী হৃদয়ের কোমলতার আভাস। একে প্রশ্রয় দেব না।

(কাঁপিতে কাঁপিতে ফতেজঙ্গ ও জঙ্গবাহাদুরের প্রবেশ)

মহারাণী—ফতেজঙ্গ! এ মুহূর্ত্তে তোমাকে গগনের ঘাতককে এখানে এনে দিতে হবে—এ মুহূর্ত্তে—এখনই—

ফতেজঙ্গ—মহারাণি!

মহারাণী—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে, ফতেজঙ্গ। তোমার কোন অজুহাত আমি শোন্‌ব না, বল্‌ছি। তুমি এখনই, এই দণ্ডে গগনের ঘাতককে এখানে এনে দাও।

ফতেজঙ্গ—আমি ত তাকে জানি নে, মহারাণি! আমাকে জান্‌তে দি'ন্।

মহারাণী—তুমি জানো না! তুমি জানো না! তুমি জানো না, ফতেজঙ্গ? তুমি নিশ্চয়ই জানো---আমি জানি, তুমি জানো। আমি বল্‌ছি, তুমি জানো। এখনই তুমি গগনের ঘাতককে এখানে উপস্থিত কর। আন শয়তান! এখই নিয়ে এস! অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলে

যে ? তুমি মন্ত্রী বলে তোমায় ভয় করব ভেবেছ ? মহারাজের পরওয়াণা পেয়েছ বলে বেঁচে যাবে ! সে হচ্ছে না ! তবে জেনে রেখো—মহারাজ তোমাকে ডেকে এনে মন্ত্রী করেছেন বটে—এখনো এ রাজ্যের মালিক লক্ষ্মীবাই ! এখনো তোমার মত সহস্র মন্ত্রীকে দ্বিখণ্ডিত করতে লক্ষ্মীবাই দ্বিধা মনে করে না ! ফতেজঙ্গ ! বল তুমি ! এখনই বল ! না ! বল্‌বে কি ! বল্‌বে আবার কি ! এখনি তুমি গগনের ঘাতককে নিয়ে এস—নৈলে (অসি উত্তোলন) চেন তুমি এই অসি ? চেন তুমি এই অসি, ফতেজঙ্গ ? যে দিন মহারাজ আমাকে রাজ্যভার দিয়েছিলেন,—সে দিন এ অসি আমার হাতে এসেছিল। নিয়ে এস গগনের ঘাতককে। শীগ্‌গির নিয়ে এস। নৈলে এ অসি এখনি তোমায় এখানে দ্বিখণ্ডিত করবে।

(অসি উত্তোলন)

জঙ্গবাহাদুর—ক্ষমা করুণ মহারাণি ! এ ভীষণ শক্তির সাম্নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে এমন লোক ধরায় জন্মগ্রহণ করে নি। ক্ষমা করুণ ! ফতেজঙ্গ গগনের ঘাতককে এনে দেবে। আমি জামিন রইলুম।

মহারাণী—দেবে ? সত্যি দেবে ? কবে দেবে ? তা' কাল দিতে হবে। এ দেহ এ সতীর দেহের সঙ্গে দাহ করবার আগে দিতে হবে। আমি বিলম্ব সহ্য করব না। সেই ঘাতকের শোণিতে আমি গগনের আত্মার তর্পণ করব। মনে রেখো, জঙ্গবাহাদুর। আমার কথার উপর কেউ কথা বলতে পারবে না। বল্লে তার সোয়াস্তি নেই। তোমাকে বলছি—তুমি আজ কস্তুরী আর ফুল দিয়ে গগন এবং করুণার এ দেহ দুটি সাজিয়ে রাখ। এ নিঃসহায় বালিকার শান্তনার বন্দোবস্ত কর। আবার বলছি ফতেজঙ্গ ! সাবধান—তুমি আমার হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না। সাবধান ! হয় ত গগনের ঘাতককে কাল নিয়ে আসবে নয়ত কাল তোমার রক্তে গগনের প্রেতাত্মার তর্পণ হবে।

(প্রস্থান)

ফতেজঙ্গ—ওঃ ! কি বিভীষণা—ভৈরবী মূর্ত্তি ! কি ভয়ঙ্করা ! প্রতিটি ললাট পলকে যেন অনল ধারা ঝরে পড়ছিল। কি সর্ব্বনাশী মূর্ত্তি।

জঙ্গবাহাদুর—কথার সময় নেই, মন্ত্রী সাহেব! এখনি এর একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। চলুন—-এখনি চলুন। আমি এ দুটি মৃতদেহ রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

৪

রেসিডেন্টের বাটী

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কোচম্যান।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—রেসিসেণ্ট সাহেব ! রেসিডেণ্ট সাহেব !

গার্ড—কোন হায়—তোম্ ! কাঁহে এতনা রাত্‌মে হিয়া আয়াতা ?

কোচ্‌মান—সাবধান্ বেটা উল্লুক ! এ ধিরাজ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

গার্ড—রহো হুঁয়া ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ— রেসিডেণ্ট !

(জানালা দিয়া রেসিডেণ্ট মুখ বাহির করিল)

রেসিডেণ্ট——কোন্ হায় !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—হাম্—ধিরাজ হায় ! গগনসিংকো মারডার কিয়া হায়—রাণী একদম বিগড়্ গিয়া তাহে !

রেসিডেণ্ট—ওঃ !—নেই নেই হাম্ কেয়া করেগা ? কাল ফজরমে সব হোগা !

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—আজো মৈরো হিয়া রন্নু পড়্ছ ।

রেসিডেণ্ট—নেই—ও হোগা নেই । আই এম্ ছরি ।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—ছালে ! মো হেরন্নু, তিমি কস্তো ফাটা রেসিডেণ্ট ছ !

(প্রস্থান)

৫

ফতেজঙ্গের বাটী

ফতেজঙ্গ

ফতেজঙ্গ—কি করি? এমন বিষম বিপদে উপায় দেখ্‌ছি না যে! মহারাণী আমাকে সন্দেহ কর্‌ছেন। বিশ্বাস কর্‌ছেন, আমি বিজয়সিংকে দিয়ে এ কাজ করেছি। কিন্তু বিজয়সিং ত নির্দ্দোষ! নির্ব্বাসনে আমার কত উপকার করেছে! তাকে এখন কি করে রক্ষা করি?

কে বিজয়সিংএর কথা মহারাণীর কাণে বল্লে ? তার মত সুহৃদ ত আমার কেউ নেই। এখন কি উপায় করি ? মহারাজ রেসিডেন্সির দিকে পালিয়ে গেছে। যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম ভয়ে কাঁপছে ! বুঝি বা পালাবার যোগাড় করে ! মহারাজ বলেছিলেন, বিপদে আমায় রক্ষা করবেন এখন তিনি স্বয়ং পলাতক ! কি করি আমি ? কি জবাব নিয়ে মহারাণীর কাছে যাই ? খড়্গ্। খড়্গ্ !

(চক্ষু মুছিতে মুছিতে খড়্গের প্রবেশ)

তোমার একটি কাজ কর্ত্তে হবে !

খড়্গ্— ওরে বাবারে ! আমি কাজ কর্ব্ব ? কখন করেছি যে আজ আবার কাজ করতে ডেকেছ ? এই রাত দুপুরে একটু শুয়ে ছিলুম—বেশ ছিলুম। আমার আবার এই অন্ধকারে—অমাবস্যার রাতে কাজ করতে হবে ! কি ভয়ানক !

ফতেজঙ্গ— এ হেলার বিষয় নয় খড়্গ্ ! জীবন মরণ সমস্যা ! কাল হয়ত ফতেজঙ্গের বংশ একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যাবে !

খড়্গ।— তা'বেশ! তাতে আমার কি এল গেল? আমি ত কেটির ছেলে। মা বেটির বংশ রক্ষা পেলেই ত হল! তুমি বাবা! এত রাত্তিরে আমাকে মদের নেশার অমন চমৎকার ঘুম থেকে ডেকে তুলে অমাবস্যার অন্ধকারে কাজে লাগাবে, আর তোমার বংশ নিপাত যাবে না?

ফতেজঙ্গ— দূর হও, কুষ্মাণ্ড! দূর হও এখান থেকে! সময় অসময় বুঝবে না! এখনি বিজয়সিংকে ডেকে আন। এখনই—এই দণ্ডে!

খড়্গ।— বাপরে বাপ্—কি ভয়ানক রাগ রে, বাবা! আমি যাচ্ছি, বাবা! কিন্তু তোমার কথার চোটে নয়, বাবা! তোমার ঐ লাল বিকট রাগের চোটে!

(প্রস্থান)

ফতেজঙ্গ— কি করি? দোষটি কোন রকমে জঙ্গবাহাদুরের উপর চাপান যায় না? এখন ত সেটাই আমার মুক্তির একমাত্র উপায় দেখ্‌ছি। হুঁ—। তাই কর্ত্তে হবে। তা'হলে একটি বিষম শত্রু ও নিপাত যাবে। উপস্থিত বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। মহারাণী নিজেও তাকে কয়েকদিন যাবৎ নানা রকমে জব্দ করবার চেষ্টা করছিলেন। হাঁ—তাই হবে। বিজয়সিং আসুক! তাকে এ রাত্তিরেই বিদেশে পাঠিয়ে দেব। আর

মহারাণীকে বল্‌ব, আমি খোঁজ পেয়েছি—ঘাতককে চিনেছি—সে বিজয়সিং! জঙ্গবাহাদুরের প্ররোচনায় সে এ কাজ করেছে। হাঁ! তাই কর্ত্তে হবে! এ ছাড়া আর বাঁচবার উপায় দেখ্‌ছি নে।

(বিজয়সিং এবং খড়্গের প্রবেশ)

ফতেজঙ্গ—শুনেছ বিজয়সিং! জেনেরেল গগনসিং হত। কিন্তু তোমার শোন্‌বার কথা সেটি নয়। তোমার শোনবার কথা এই—মহারাণী সন্দেহ কর্‌ছেন, জঙ্গবাহাদুরের প্ররোচনায় তুমি এ কাজ করেছ। তুমি বেলনার সিংএর ভাই! জঙ্গবাহাদুরের খুড়ো! তুমি এখনই পালাও। এ দণ্ডে! তোমার পরিবারকে আমি রক্ষা করব। এই নাও। এই তোমাকে পঞ্চাশটি সোণার আস্‌রফি দিলুম। তুমি এ দণ্ডে কোম্পানির রাজ্যে চলে যাও। ভেবোনা—বিলম্ব করো না! যদি জীবন রক্ষা কর্ত্তে চাও, তবে যাও! সময় হলে আমি নিজেই তোমার ফের্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌ব।

বিজয়সিং—এঁ্যা! এঁ্যা! নির্ব্বাসনে যেতে হবে। এ বুড়ো বয়সে! কেন? কেন? এঁ্যা! তা' যাব! তবে যাবার আগে একটি কথা বলে যাই! আমি এই সেদিন

শেষ বিয়ে করেছি. আমার পরিবার আপনার হাতেই রইল। আমি শেষবার তাদের দেখে যাই! বাবা পশুপতি নাথ! তোমার মনে শেষে এই ছিল রে, বাবা?

ফতেজঙ্গ—তুমি যাও। দেরি করোনা! আমি বল্‌ছি সময় হলে তোমাকে নিয়ে আস্‌ব। নয় ত তোমার পরিবার তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। বিলম্ব করো না। রাত্ আর বেশী নেই। দণ্ড দশেক হয় ত আছে। যাও।

বিজয়সিং—আমি চল্লুম! সময় কি আর হবে, হুজুর? সময় আর হবে না। মহারাণীর সন্দেহ নয় ত আমার চিরকালের সর্ব্বনাশ! আর জঙ্গবাহাদুর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলে আমাকে সন্দেহ!

(প্রস্থান)

খড়্গ—বাবা! বাবা! এ হলো কি? এঁ্যা! এঁ্যা! ব্যাপার কি? ব্যাপারটি ত বেশ মজার দেখ্‌ছি!

ফতেজঙ্গ—(পদাঘাত পূর্ব্বক) দূর হ বেটা উল্লুক! এমন গর্দ্দভ ও মানুষের ঘরে হয়।

(প্রস্থান)

খড়্গ।—বাপ্ রে বাপ্! কি বিষম লাথিরে বাবা! এমনটি ত আর কোন দিন খাই নি! যাক্—তা—ও—জনম দিতে পেরেছ, বাবা! না হয় কয়েকটা লাথিও দিলে।

(প্রস্থান)

৬

জঙ্গবাহাদুরের বাটী।

জঙ্গবাহাদুর—প্রহরি ! প্রহরি !

প্রহরী—হুজুর !

জঙ্গবাহাদুর—রণদীপকে ডাক ! ধীরকেও ডাক্ ! শীগ্‌গির—

(বেগে তরুণার প্রবেশ)

তরুণা—সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে। ফতেজঙ্গ ভয়ানক পরামর্শ করেছে। গগন সিংএর হত্যার অপরাধ সে তোমার উপর আরোপ করবে ঠিক করেছে—মহারাণী

এখন ভয়ঙ্করী ! রুদ্রাণী তুল্যা। যদি তিনি তোমায় সন্দেহ করেন, তবে আর মুক্তি নেই।

জঙ্গবাহাদুর—কি বলছ তরুণা ! ফতেজঙ্গ এ পাপ আমারই উপর চাপাবে ?

তরুণা—হাঁ ! শঠ ফতেজঙ্গ তোমার উপর সব দোষ চাপাবার সঙ্কল্প করেছে। তোমার ইঙ্গিতে বিজয়সিং গগনকে মেরেছে—মহারাণীর নিকট সে এ কথা বলবে ! বিজয়সিং দেশ ত্যাগ কচ্ছে—এখনই—এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে—বিজয় সিংএর উদ্দেশে লোক পাঠাও। বিজয়সিং এই মাত্র বাড়ী ছেড়েছে। এখন আমি যাই—আর এক দণ্ডও আমার এখানে থাকা ঠিক নয়। সেনাদের তৈরী রেখো।

(প্রস্থানোদ্যত)

জঙ্গবাহাদুর—একটী কথা শুনে যাবে, তরুণা ! শুধু একটী !

তরুণা— কি কথা ? বল, শীগগির বল !

জঙ্গবাহাদুর— মহারাজ কোথায় ? সুরেন্দ্র বিক্রম কোথায় ?

তরুণা—মহারাজ রেসিডেন্সিতে পালিয়ে গেছেন। সুরেন্দ্র বিক্রম নিজ কক্ষে ভয়ে কাঁপছে। এখন মহারাণীই

মালিক। রাত্তির টুকু প্রভাত হলে কাল কি হবে ভগবান জানেন। হয়ত পৃথিবী বিধ্বস্ত হবে— ভীষণ ভূমিকম্পে নেপাল রসাতলে যাবে। তুমি তৈরী হয়ে থাক। আমি যাই—

(প্রস্থান)

(ধীর সামশের ও রণদীপের প্রবেশ)

জঙ্গবাহাদুর—ধীর! ধীরু! এখনই যা! খুড়ো বিজয়সিংকে আটক কর। ফতেজঙ্গ তাকে আর আমাকে দোষী বলে এখনই মহারাণীকে বলবে। ভয়ে বিজয়সিং পালাচ্ছে—ভাঁটগাঁর পথ থেকে তাকে নিয়ে এসে—গোপনে আটক করে রাখ। এখনই যা।

(ধীর সামশেরের প্রস্থান)

রণদীপ—আমার কি করতে হবে, দাদা!

জঙ্গবাহাদুর—তুই এখনই আমার সৈন্যদলের সুবাদারকে খবর দিয়ে আয়— কাল প্রাতে সবকে নিজ নিজ সেনা নিয়ে তৈরী থাক্‌তে হবে। সাবধান! কোনরকম

ক্রুটী যেন না হয়! রাত্তির অল্পই আছে। এর ভেতরই,
সব ঠিক করে নিতে হবে। শীগগির যা—

রণদীপ—যে আজ্ঞে!

(প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর—ফতেজঙ্গ আমার উপর দোষ চাপাবে? চাপাক্ দেখি? শঠ! মিথ্যুক! দেখি এদেশে সে টেকে কি আমি টিকি! কার কতটুকু শক্তি!

৭

রাজপথ

প্রহরী

প্রহরী—বাপ্‌রে বাপ! এ হলো কি? কেউ কথা শুনবে না? কবে তোপ পড়ে গেছে, তার ঠিক্ নেই! আর লোকগুলো শুধু আস্‌ছে আর যাচ্ছে! যেন দিন দুপুর আর কি? কিছু আবার বলাও যায় না! বল্লে ক্ষেপে অস্থির! তা' হলে আমাদের আর কাজ কি, বাবা! দিনের আইন কানুন ত কেউ মান্‌বেই

না—তা' রাতের গুলাও নয়! সারা রাত এত দৌড়াদৌড়ি কেন বাবা! এই মহারাজ গেলেন—এই মন্ত্রী মশায় গেলেন--তা যাক্ বাবা—তা'দের দেশ, তারা যা ইচ্ছে তাই করুক! কিন্তু তোরা কেন রামা শামা সব এত রাত্তিরে ইচ্ছে মত দৌড়োদৌড়ি করবিরে, বাবা! দেশের আইন কানুন একেবারে রসাতলে গেল?

(অশ্বপৃষ্ঠে রণদীপের প্রবেশ)

ঐ যে— ও আবার কে? এ অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ! তুমি আবার কে, বাবা!

রণদীপ— চুপ্ কর বেটা বেয়াদব!

(প্রস্থান)

প্রহরী—বাপ্‌রে, সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি? নূতন জর সাহেবের ভাই যে! জাগীরটা খস্‌ছিল আর কি! মহারাণীর খানকী খেয়ে বাঁচি, সেরেছিল আর কি? রক্ষা পেয়েছিরে, বাবা রক্ষা পেয়েছি। তবে যণ্ডার দল অন্ধকারে দৌড়াদৌড়ি করে কেন? এর করি কি! বাবা! আঁধার ও ভয়ানক! একেবারে—কালীমাখা

আঁধার—না আছে চান্দ—না আছে তারা! আর মেঘবেটারা ও যেন জেদ করেছে। এ আঁধারে বাঘ যা শেয়াল ও তা। লোক চিনি কি করে, বাবা? এদিক'ও বিপদ, ওদিক'ও বিপদ। যাক্ সাবধানে কাজ কর্ত্তে হবে।

(খড়গ বাহাদুরের প্রবেশ)

ও বাবা! তুমি আবার কে? ডেড়েং ডেড়েং ডেং করে যাচ্ছ? বল, তুমি কে?

খড়্গ—(চড় তুলিয়া) তবে রে বেটা! আমি তোর বাপের ছেলে বেটা! আমি মন্ত্রীর ছেলে। তোর মন্ত্রীবাবার ছেলে। ক—কর্ত্তব্য কর্ত্তে যাচ্ছি।

প্রহরী—যাক্ বাবা! যাও! কিন্তু তোমার রকম দেখে ত বাবা! তোমাকে মন্ত্রীর বেহাইর ছেলে বলে ও মনে হয় না!

খড়্গ—তবে রে বেটা! মনে হয় না? দেখত! এই চেহারাটা একবার দেখে নে ত? ভাল করে দেখে নে! আমি মন্ত্রী ফতেজঙ্গ সাহেবের ছেলে। দেখে রাখ—চেনে রাখ!

প্রহরী—চিনেছি বাবা! বেশ চিনেছি! যাও। তুমি মন্ত্রীর ছেলে! হুঁঃ! কি দুর্গন্ধ! বড় লোকের ছেলেও এ মদ খায়? ছিঃ! ছিঃ! তুমি মন্ত্রীর ছেলে হতে পার, বাবা! কিন্তু একটি আস্ত মাকাল বট।

খড়্গ—ছাড়্ বেটা! পথ ছেড়ে দে!

(প্রস্থান)

প্রহরী—যাও বাবা! যাও! আজ আর না দিয়ে করি কি? মন্ত্রীর ছেলে কেন? মন্ত্রীর শালার ছেলে হলেও আজ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যাও! আমার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এ'ল—তোপ প্রায় পড়লো বলে। অমন রাত হলে কোন শালা পাহারা দেয়!

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

১

রাজপ্রাসাদ

মহারাণী ও জঙ্গবাহাদুর

মহারাণী—জঙ্গবাহাদুর !

জঙ্গবাহাদুর—মহারাণি !

মহারাণী—কালই তুমি দরবার গৃহে সবকে ডাকাও। কাল প্রাতে। আমার আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। গগন

সিংএর ঘাতক পালিয়ে গেল ! আমার চোখের সাম্নে সতী করুণা সহমরণ গেল। আমি সব চেয়ে দেখলুম ! এখনও প্রতিশোধ নিতে পার্ল্লুম না ! উঃ ! কি অসহ্য। বিজয়সিং কোথায় ? সে কোথায় ?

জঙ্গবাহাদুর—শুনছি, মহারাণী তাঁকে সন্দেহ করেছেন বলে তিনি ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন ?

মহারাণী—পালিয়ে গেছে ? এ্যাঃ ! গগনসিংএর ঘাতক পালিয়ে গেছে ! এত সকাল পালিয়ে গেছে ? তা হলে তোমরা কর্চ্ছ কি ? না—এ ভীষণ ষড়যন্ত্র ! এ ভীষণ ষড়যন্ত্র ! কোথায় পালিয়ে গেল ? এ ভীষণ ষড়যন্ত্র ! আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ! এ গুপ্ত ঘাতকের কাজ নয়। গগনসিংএর হত্যা শুধু একটি লোকের দ্বারা হয় নি। এ হত্যা ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু এর প্রতিশোধ আছে। হয় ত আমি গগনসিংএর ঘাতককে এ অসিতে দ্বিখণ্ডিত করব—নয়ত আমি যাদের এ ষড়যন্ত্রে সন্দেহ করি, তাদের রক্তে গগনসিং এর প্রেতাত্মার তৃপ্তি সাধন করব। বিজয়সিংকে এখনই তোমাদের এনে দিতে হবে। নৈলে কারো সোয়াস্তি নেই। তুমি যাও ! এখনি যাও। কাল প্রাতে সমস্ত রাণা, চৌথরিয়া এবং

থাপাদের আমার মজলিসে আস্‌তে হবে। এদের কারো ষড়যন্ত্রে এ কাজ হয়েছে। যাও—সবকে একত্র কর্ত্তে হবে।

জঙ্গবাহাদুর—যে আজ্ঞে !

(প্রস্থান)

মহারাণী—এ লোকটি বেশ কাজের। বেশ সাহসী। আমার একটি আশা ত গেল। গগনকে আপনার করেছিলুম তা'ত আর কিছুই হলনা।
এখন আমার রণেন্দ্রকে রাজা করতে হবে। এই লোকটিকে হাত করে, এ কাজ করতে হবে। সে আমার কথায় নিজ মাতুল মাত্‌বরকে হত্যা করেছে, তাকে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে। আমার মনে হয়, গগনসিংএর হত্যার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এর হাত নেই। মৃত্যুর দিন না গগনের মৃতদেহের পার্শ্বে সে একেলা দাঁড়িয়ে ছিল ? হাঁ, তাই। কালই আমি একটা কিছু কর্‌ব। কিন্তু মন যেন কেমন শিথিল হয়ে আস্‌ছে। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি নে—

(প্রস্থান)

২

তরুণার কক্ষ

তরুণা ও ধীরসামশের

তরুণা—তুমি কে? এত রাত্তিরে একলা এখানে এসেছ?

ধীরসামশের—আমি ধীরসামশের। জেনেরেল জঙ্গবাহাদুরের ভ্রাতা। ছদ্মবেশে দাদার আদেশে আপনার কাছে এসেছি।

তরুণা—সময় প্রায় হয়ে এল। আমার আর কোন শক্তি নেই। শুধু দুশ্চিন্তার ভার বয়ে মরছি। তুমি এসেছ—

ভালই হয়েছে। আজ প্রাসাদে কারো যাওয়া আসা নেই। একবারে বন্ধ। আমি কিছুতেই বের হতে পারি নি। সাবধান! সত্যি ত—তুমি জেনেরেল জঙ্গবাহাদুরের ভাই?

ধীরসামশের—সত্যই। আপনার যা' বল্‌বার—বলুন। আমি আর দেরী করতে পার্‌চ্ছি নে।

তরুণা—যা' বল্‌বার, যথেষ্ট বলেছি। এখন একটি মাত্র কথা বল্‌বার আছে। ভাল কথা—তোমাকে না সব রাণা, চৌথরিয়া, থাপাদের, আমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছিল? কাল খুব সকালে দরবারে সবার আস্‌তে হবে! কেমন না?

ধীরসামশের—আজ্ঞে হাঁ! আজ দরবারে কারো গতিবিধি নেই। আমি কোন রকমে ছদ্মবেশে এসে পড়েছি।

তরুণা—ভালই করেছ! আমি বের হতে না পেরে হতাশ হয়ে মরছিলুম। এসেছ—ভালই করেছ। এখানে সব গুপ্তচরের আড্ডা। অনারত গোপনে খবর আসা যাওয়া কর্‌ছে। শোন—কাল তোমাদের বিশ্বাসী সৈন্য দিয়ে প্রাসাদের চতুর্দ্দিক আটক রাখ্‌তে হবে। প্রয়োজন হতে পারে। হতে পারে বল্‌ছি কেন? হবেই। ফতেজঙ্গ ভয়ানক কুচক্রী। তোমাদের সর্ব্বনাশের

চেষ্টা করছে। কাল হয় তো তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে—নয় তো—নয় তো—তোমরাই পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এদেশের মন্ত্রীর সিংহাসনে বস্‌বে। এখন যাও।

ধীরসামশের—যে আজ্ঞে !

(প্রস্থান)

তরুণা—বড় ভয় হচ্ছে। ভৈরবীর অসিতে যেন কাল রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। মহাকাল মুণ্ডমালা পড়ে যেন নেপালের নররক্তের কর্দ্দমে নূতন পীঠে বস্‌বেন ! উঃ ! কি ভয়ানক !

(প্রস্থান)

৩

ফতেজঙ্গের বাটী

ফতেজঙ্গ ও মহাবীর থাপা

ফতেজঙ্গ—মহাবীর থাপা ?

মহাবীর—কি আদেশ—হুজুর !

ফতেজঙ্গ—তুমি জান তোমার পিতা মাত্‌বরকে কে হত্যা করেছে ?

মহাবীর—জানি হুজুর ! সেই পাষণ্ড জঙ্গবাহাদুর।

ফতেজঙ্গ—মনে রেখো সে কথা। মহারাণী সবকে মজলিসে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমারও যেতে হবে। জঙ্গবাহাদুরই গগনসিংকে হত্যা করেছে। আমি তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। মনে রেখো—কাল তোমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার দিন! হয় ত কাল সে প্রতিশোধ নেবে—নয় ত এ জীবনে আর পারবে না।

মহাবীর—নিশ্চয়ই নেবো। সে পাষণ্ড যতদিন জীবিত—ততদিন আমার শান্তি নেই।

(খড়গের প্রবেশ)

ফতেজঙ্গ—সুবাদের তৈরী থাকতে বলেছিস্? বলেছিস্—কাল সকালে সবকে মজলিসে যেতে হবে? সশস্ত্র যেতে হবে?

খড়্গ—পেলুম না—কাকেও পেলুম না—সব শালা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর আমাকে তাদের দারোয়ানরা চেনে না। বলে এত রাত্তিরে তুই আবার কে? এগুতে চাইলে দুয়ার থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়।

ফতেজঙ্গ—ওঃ! ভুল হয়েছে। আচ্ছা! তুই বল্লি নে তুই কে?

খড়গ—হু ! তা' আবার বলি নি ! তবে বলেছি আর কি ? কতবার বলেছি--শ'বার--হাজারবার---লক্ষবার বলেছি। সে কি যেমন তেমন বলা বলেছি---সে বলায় রাতের আঁধার কাঁপছিল। কিন্তু তা' হলে কি হবে ? কোন শালা বিশ্বাস কল্লে না। বলে বেটার ছেলেরা শালারা---ওরা বলে---আমি নাকি ডেডেং ডেডেং ডেং করে চলি ! আমি নাকি বিদূষক ! ও আবার কিরে, বাবা ! বিদুষক আবার কি ? আমি ওর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নে।

ফতেজঙ্গ—ভুল হয়েছে। এতদিন নির্ব্বাসনে ছিলুম---তাই হঠাৎ ওকে চিন্‌তে পারে নি। মহাবীর ! তুমি এখনি যাও। সব সুবাদের আমার নামে খবর জানাও। আর মনে রেখো,---মহারাণী জিজ্ঞাস্ কল্লে—তাকে গগনসিং এর ঘাতক বলে সাক্ষ্য দেবে। মনে রেখো— তোমার পিতার মৃত্যু কথা। এখনি যাও। বিলম্ব করো না।

মহাবীর—যে আজ্ঞে, হুজুর !

(প্রস্থান)

ফতেজঙ্গ—শুধু মন্ত্রীর ছেলে হলে হয়না—খড়গ্ ! বুঝ্‌লে আজ ?

খড়্গ।—আমি ওর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি নে—মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রীরই ছেলে। সে আবার আর কার ছেলে হতে যাবে? আর আমি অমন অনুপযুক্তই বা কি? আমি কম কিসে? কেমন খাসা নাক চোখ চেহারা—তা' কানটি যা একটু লম্বা। এ চেহারা দেখ্‌লে ও মন্ত্রীর ছেলে বলে চিন্‌বে না! তা' আমি কি করবো?

(প্রস্থান)

ফতেজঙ্গ—কাল আমি দেখব—জঙ্গবাহাদুর কত বড়! কত বুদ্ধিমান! তার কত সাহস! কাল তার পরীক্ষা! এই ভূঁইফোড়ের বংশ কাল লুপ্ত করে দেব। আমি মহারাণীকে বল্‌ব, বিজয়সিংকে দিয়ে জঙ্গবাহাদুর গগনসিংএর হত্যার বন্দোবস্ত করেছিল। মহাবীরথাপা তার সাক্ষ্য দেবে। এই আমার ঠিক্ সুযোগ। প্রত্যেকেরই জীবনে একটি সৌভাগ্যের স্রোত আসে। যে জীবনতরী তায় ভাসাতে পারে—বিজয়লক্ষ্মী তাকে আপনা হতেই বরণ করে নেয়। নৈলে তার সারাজীবনেও কিছু হয় না।

(প্রস্থান)

৪

জঙ্গবাহাদুরের বাটী

জঙ্গবাহাদুর ও রণদীপ

জঙ্গবাহাদুর—তাঁকে এনেছিস্ ?

রণদীপ—পেতুম না—অনেকদূর এগিয়ে গেছিল। অতিকষ্টে কোন রকমে পেলুম। আমার কাছে বার বার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে।

জঙ্গবাহাদুর—তা দেবো! পিতার কথা রক্ষা করব। কোথায় রেখেছিস্।

রণদীপ—বাড়ীর সেই মাটির তলের ঘরটিতে। কেউ জানে না—কাকে ও দেখ্‌তে দিই নি।

জঙ্গবাহাদুর—এতদিনে পিতার কথা রক্ষা হল। আমার প্রতিজ্ঞা সার্থক হল। বিজয়সিং প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে—আমি সে ভিক্ষা দেব। এখনই তাঁকে মহারাণীর হাতে সমর্পণ করে তাঁর মৃত্যুর বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমি তা করবোনা আমি তাঁকে প্রাণ ভিক্ষা দেব। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেয় সেদিনের কথা! স্মরণ করিয়ে দেব সেদিন—যেদিন পিতা আমাদের নিয়ে তাঁর দুয়ারে অর্থভিক্ষা চেয়েছিলেন- আর তিনি সে ভিক্ষা দেন নি। আর বলব পিতার শেষ কথায় তাঁর জীবন রক্ষা পেল—নতুবা পেত না। এ বড় সুলক্ষণ!

(ধীর সামশেরের প্রবেশ)

জঙ্গবাহাদুর—দেখা হয়েছিল, ধীর ?

ধীরসামশের—হয়েছিল ?

জঙ্গবাহাদুর—কি বুঝ্‌লি ?

ধীরসামশের—তিনি আমাদের কাল সশস্ত্র যেতে বলেছেন। বলেছেন—আমাদের সমুদয় সৈন্য যেন কাল রাজপ্রাসাদ ঘিরে থাকে! গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে।

জঙ্গবাহাদুর—বেশ বলেছে! আমি ও তাই ভাব্‌ছিলুম! তরুণার ঋণ শোধ দিতে পারব না।

ধীরসামশের—কেন দাদা! যদি আমাদের তেমন সুদিন হয়—তবে আমরা তাকে একেবারে আপনার করে নেব।

জঙ্গবাহাদুর—না। এখন ওসব কথার সময় নয়। এখন তোরা তৈরী হয়ে থাক্‌।

(ধীর ও রণদীপের প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর—তরুণাকে আপন করে নেব? কি করে? না—এখন ও সব কথার সময় নয়। দেখি, কাল কি ঘটে?

৫

রাজপথ

কয়েকজন গুর্খা

১ম—আরে! ভোর যে হয়ে এল! চল—শীগগির চল্! ভারা মজা হবে দেখছি।

২য়—কোথায়? কোথায় রে? কোন্ খানে?

১ম—তুই জানিস্‌নে? দরবারে মজলিস হবে জানিস্ নে? তবে যাচ্ছিস্ কোথায়?

৩য়—মজলিসে আবার মজা কিরে? জর গগনসিংএর ঘাতককে ধরবার জন্য এ মজলিস্— আর সে লালজা বেটা ত নেপালের সীমা পার! এখন নির্দ্দোষ বিজয়সিংকে নিয়ে টানাটানি। তার জানি কি কুগ্রহ এসে জুটেছে! উদোর পিণ্ডি বেশ বুধোর ঘাড়ে চেপেছে! এই ত আজকাল রাজদরবারের বিচার।

৩য়—হুঁঃ! বিচার! রাজা কে তার নেই ঠিক,—তা আবার রাজদরবারের বিচার!

ধীরসামশেরের প্রবেশ

(সকলের সেলাম)

ধীরসামশের—তোরা এখানে কি করছিস্?

সকলে—মজ্‌লিস দেখতে যাচ্ছি, হুজুর! নূতন জর সাহেব হুকুম করেছেন, আমাদের সশস্ত্র রাজপ্রাসাদের দুয়ারে থাকতে হবে। সুবারা বল্লে—তাই যাচ্ছি!

ধীরসামশের—যা' শীগগির যা! মজলিস্ বস্‌ছে।

(প্রস্থান)

১ম—বাপ্‌রে! গেছিলুম আর কি? জাগীরটি খস্‌ছিল আর কি? খান্‌কীটা আটক পড়্‌ছিল আর কি? (দ্বিতীয়কে) তুইই শুধু কথা বলে বলে দেরী কর্‌লি!

২য়—বাঃ! তুইই ত বাজে কথা পাড়্লিরে! আমি কথা বল্লুম্ কবে?

১ম—এঁ্যা! আমি সব বলেছি? কৈ আমি ত কিছুই বলি নি। তোরাই ত সব বল্লি!

৩য়—কেমন! এই যে তুই বল্লি, কে রাজা তার ঠিক্ নেই! বিচার কোথায়!

১ম—তবে রে বেটা! আমি অমন কথা বলেছি? (প্রহারোদ্যত) শেষে আমার জাগীরটা খসাবি? খান্কীটা আটক করাবি?

২য়—আরে দেখ! এখন মারামারির সময় নয়। যা করতে হয় সেখানে করবি। এখন চল্—শীগ্‌গির চল্। আর দেরি করলে সকলের জাগীরই খস্‌বে। মজলিস বস্‌ছে। ও কে গেল দেখলি? ও নূতন জর সাহেবের ছোট ভাই! জানিস্ ত জর সাহেবের কেমন কড়া হুকুম!

৪র্থ—হাঁ ভাই—চল। আর দেরী করিস্ নে।

(সকলের প্রস্থান)

৬

স্বয়ম্ভূ মন্দির

মৈনাক।—আমি পারি নে—তা' তোরা পার্ব্বি! সেই কোন সুদূরে থাকি—হিমালয়ের আকাশস্পর্শী শিখরে! সেখান থেকে নেবে আস্‌তে হয়—স্বয়ম্ভূ মন্দিরে। সময় সময় নেবে যেতে হয়—আবার সেই সমতলে। আমি পাচ্ছি নে—তোরা পার্ব্বি! বুঝলি নে! মানুষ! কি বাঁধন তোদের বেঁধে রেখেছে, তা' বুঝ লি নে—তাকে

দেখবার চোখ আর হল না। জীবন কি খেলার খেলা? এখানে যার যা ইচ্ছে হয়—সে তাই করে যাবে? করলেও কি তার রক্ষে আছে? সত্যের হাত সে এড়াতে পারে? কখনই না। কিন্তু বুঝে কৈ? সেই নীতি বুঝে কৈ? কত দেখে! মনে করে কত শিখেছে! কিন্তু শিখে কৈ? জীবন যে কি বিষম কর্ম্মময়—তা' বুঝে কৈ? কর্ত্তব্যের ভ্রান্তির যে কি বিষময় ফল তা' বুঝে কৈ?

গান।

খেলার খেলা নয়রে জীবন—জীবন বিষম কর্ম্মময়,
এরে যারা খেলা ভাবে তাদের খেলা বিষম হয়।
এই খেলা যে মহাসায়রে—
কখন যে তার ঢেউ আসিয়ে ডুবিয়ে নেয় তাঁরে!
তুই জান্‌বি নারে কেমন করে, কোথা হতে, সে ঢেউ হয়।

স্বয়ম্ভো! পিতঃ! মানুষ কি চিরকাল শুধু রক্ত দেখে শিখ্‌বে? স্নেহ দেখে, ভালবাসা দেখে, শান্তি দেখে, শিখ্‌বে না!

৭

কোত্—প্রাসাদের সম্মুখস্থান

ফতেজঙ্গ, জঙ্গবাহাদুর, খড়্গ, রণদীপ, ধীর সামশের—মহাবীরসিং ও সুবাগণ।

ফতেজঙ্গ—তুমি সৈন্য নিয়ে এসেছ কেন, জঙ্গবাহাদুর! মহারাণী ত তোমাকে সৈন্য নিয়ে দরবারে আস্তে বলেন নি?

জঙ্গবাহাদুর—আত্মরক্ষার জন্য। আত্মরক্ষার জন্য যেখানে যত সৈন্য নেওয়ার দরকার জেনেরেলদের তা নেবার ক্ষমতা আছে।

ফতেজঙ্গ—আমি বল্‌ছি—তুমি ওদের চলে যেতে বল। মজ্‌লিসে সৈন্যের প্রয়োজন কি ? সিংহদ্বারে তোমার সৈন্যদল—প্রাসাদের চারিদিকে তোমার সৈন্যদল ! এর মানে কি ? তুমি জান—আমি এ রাজ্যের মন্ত্রী ?

জঙ্গবাহাদুর—তা' জানি বৈ কি ! কিন্তু আমার সেনারা ত কারো কিছু অনিষ্ট করছে না। যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

ফতেজঙ্গ—আমি মন্ত্রী—আমি হুকুম কচ্ছি—তুমি এদের চলে যেতে বল। এখনই চলে যেতে বল।

মহাবীরসিং—হাঁ, তাই ! মজলিসে সৈন্য নিয়ে কেন ? বল ! এখনি চলে যেতে বল।

জঙ্গবাহাদুর—সিংহের কাছে জঘন্য কুক্কুর আবার ফেউ ফেউ করছে। ফতেজঙ্গ ! আমি এখানে মহারাণীর হুকুমে এসেছি—সুতরাং তোমার কথা রাখ্‌বার জন্য আমি প্রস্তুত নই। মহারাণীর আদেশ হলে আমি ওদের সরিয়ে দেব।

ফতেজঙ্গ—শঠ্ ! শয়তান্ ! গগনসিংকে হত্যা করে তুমি মন্ত্রী হবে ভেবেছ ? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি না গোপনে আপন মাতুল মাতবরসিংকে হত্যা

করেছিলে ? পশু ! এখনি এখান থেকে তোমার সুবাদের দূর করে দাও। এখনই—আমার হুকুম।

জঙ্গবাহাদুর—সাবধান ফতেজঙ্গ ! সাবধান ! এখানে মজ্‌লিসের জন্য এসেছ,—ঝগড়ার জন্য নয়। তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য কর্‌ব না। আর গগনসিংকে কে হত্যা করেছে—তা ও মহারাণী এখনি জান্‌বেন। সকলেই জানে। তুমি রাজমজলিসে তোমার সুবাদের এবং বডিগার্ডদের নিয়ে এসেছ কেন ? কার হুকুমে ?

ফতেজঙ্গ—কার হুকুমে ? আমি এখনি তোমাকে পদচ্যুত কর্‌তে পারি—তোমার জাগীর খসাতে পারি। এক মুহূর্ত্তে—এক কথায় তুমি যা' ছিলে তাই করে দিতে পারি—তুমি জান ?

জঙ্গবাহাদুর—সাবধান ! ফতেজঙ্গ !

রণদীপ ও ধীর—সাবধান ! সৈন্যদল ! তৈরী হও !

ফতেজঙ্গ—মহাবীর !

(মহাবীরের জঙ্গবাহাদুরকে আক্রমণ—ধীর সামশের এক আঘাতে তাহাকে ভূমিস্মাৎ করিল)

ধীর সামশের—যাও পাষণ্ড ! যে নরক থেকে এসেছিলে, সে নরকে ফিরে যাও।

খড়্গ—এ্যাঁ! এ্যাঁ! মহাবীরকে মেরেই ফেল্লে! তবে রে বেটা! আয় দেখি বেটা একবার! দেখি চেষ্টা করে।

(অসি নিষ্কাষণ)

ধীরসামশের—আয় তবে! আজ পশুর দলের নিপাত করব।

(ধীরের এক আঘাতে খড়্গকে পাতন)

খড়্গ—বাবারে! গেলুমরে! হায়। হায়! কেন মরতে এসেছিলুম রে, বাবা? কেটি গুলোর কি দশা হবে রে, বাবা?

(পতন)

ফতেজঙ্গ—জঙ্গবাহাদুর?

জঙ্গবাহাদুর—কেন?

ফতেজঙ্গ—(রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) তুমি চেয়ে রইলে? তোমার চোখের সাম্নে দুটি হত্যা হল—আর তুমি চেয়ে রইলে?

জঙ্গবাহাদুর—আমি কি করব? ওদের ঔদ্ধত্যের জন্য ওরা মরেছে। মজলিসে এসে মারামারি করতে যাওয়ার এই প্রতিফল।

ফতেজঙ্গ—আমি এখনি যাচ্ছি। মহারাণীর কাছে এখনই তোমার সব কীর্ত্তি বল্‌ছি। তুমি গগনসিংকে হত্যা করেছ। আর এখন রাজদরবারে এসে হত্যার প্রশ্রয় দিচ্ছ।

(প্রস্থানোত্থত)

জঙ্গবাহাদুর—ধীর? সাবধান! ফতেজঙ্গ সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছে। মিথ্যুক সর্ব্বনাশ করিতে যাচ্ছে। নিজে গগনসিংকে হত্যা করে সে দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে যাচ্ছে।

(ধীর সামশের ফতেজঙ্গকে গুলি করিল)

ফতেজঙ্গ—(ভূমিতে পড়িয়া) উঃ! উঃ!

জঙ্গবাহাদুর—যাও পাষণ্ড! রসাতলে যাও! ভীরু কাপুরুষ! মিথ্যুক! তোমার শয়তানির ফল ভোগ কর। রণদীপ! ফতেজঙ্গের একটি সুবা ও যেন প্রাসাদপ্রাচীরের বাইরে যেতে না পারে। সাবধান! গগনসিং এর সেনা এখন মহারাণীর হাতে।

(জঙ্গবাহাদুরের লোক এবং ফতেজঙ্গের সুবাদের মহাযুদ্ধ উভয় পক্ষের বহুলোক নিহত)

(বেগে মহারাণীর প্রবেশ)

মহারাণী— এঁ্যা! এঁ্যা! একি করেছ, জঙ্গবাহাদুর? এঁ্যা! একি ভীষণ হত্যাকাণ্ড। রক্তের স্রোতে যে কোত্ ভাসিয়ে দিয়েছ? কি ভয়ানক দৃশ্য? উঃ! প্রাণ যে কেঁপে উঠ্ছে! হাজার হাজার সেনা শত শত সুবা মৃত—অর্দ্ধমৃত! কারো অস্থি ভেঙ্গে চূড় হয়ে গেছে! কারো শরীর হতে মাংস খসে পড়ছে! বর্ষার স্রোতের মত করো ক্ষত হতে শোণিত বেয়ে পড়ছে! কৈ এমন ত কোন দিন দেখিনি! একি! ফতেজঙ্গ মৃত! ও কি! তোমার এক ভাইও রক্তের কর্দ্দমে? এ কি ভয়ানক কাণ্ড! না! না! আমার যথেষ্ট হয়েছে-- আমি যথেষ্ট দেখেছি। আর দেখব না! জঙ্গবাহাদুর! আর দেখ্বোনা। উঃ! এ কার পাপে হল? এত রক্তপাত কার পাপে হল? কে এর জন্য দায়ী? এঁ্যা! আমিই ত! আমিই ত এ রক্তের কর্দ্দম করেছি! এঁ্যা, তাইত! আমিই ত! আমিই ত করেছি? করুণার সহমরণ দেখে অবধি প্রাণটা কাঁপছিল। আজ যে কেমন হয়ে গেল? না, জঙ্গবাহাদুর! তুমি রক্তের কর্দ্দম করেছ। এ রক্তের

কর্দ্দমে আমি আর দ্বিতীয় লোক দেখ্‌ছি নে। নাও! ও তুমিই নিয়ে যাও। তুমিই এ রাজ্যের ভার নিয়ে যাও। তুমিই মন্ত্রী হও। আজ আমি তোমাকে মন্ত্রীত্বে বরণ করলুম। মনে রেখো— এ দিন। চিরকাল মনে রেখো তুমি রক্তের কর্দ্দমে মন্ত্রীর সিংহাসনে বসেছিলে। আর দেখো এই হতভাগ্য দেশকে! আমি চল্লুম। আমি পুণ্যধাম কাশীতে আমার রণেন্দ্রকে নিয়ে চল্লুম।

জঙ্গবাহাদুর—মহারাণি (নতজানু হইয়া)

মহারাণী—আমাকে আর কিছু বলো না জঙ্গবাহাদুর? আমার যথেষ্ট হয়েছে। তুমি এর জন্য দায়ী নও, বল্‌তে চাও? তা আমি বেশ বুঝেছি। উঃ! স্ত্রীলোক হয়ে এ কি কল্লুম? না! আমি আর কোন কথা শুনব না। আমি চল্লুম! তোমাদের দেশ—তোমরা দেখো!

(প্রস্থান)

রণদীপ—রক্ষা পেল দেশটি! কালসাপিনীর বিষ হতে এত দিনে রক্ষা পেল।

জঙ্গবাহাদুর—তা' নয় রণদীপ! এই মহাশক্তির এ অবস্থায় এখানে থাকার প্রয়োজন ছিল। অনেক কাজ হত।

জঙ্গবাহাদুর

এখন সব দায়িত্ব আমাকে দিয়ে উনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চল্লেন। না! আর সময় নেই। এখনি মহারাজকে খুঁজে বের করতে হবে।

(প্রস্থান)

৮

তরুণা ও মৈনাকী

তরুণা ও মৈনাকী

তরুণা—মা !

মৈনাকী—কি বলছিস্ তরুণা !

তরুণা—আমার কি উপায় করলি মা ? মহারাণী কাশীধামে যাচ্ছেন। মহারাজ যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রমকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর সঙ্গে চলেছেন। কিন্তু আমার ত কত আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল ! আমার কি করলি মা ? স্ত্রীলোক হয়ে এ রাজ প্রাসাদে তার জন্য কত করেছি ? ভাল বেসেছি বলে করেছি। সে ত এখন এ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। আমাকে ত আর ফিরেও চাইবে না ! রাজবাড়ীর পতিতা কুমারী বলে আমার দিকে চোখ্ তুলে ও চাইবে না ! চাইতে অপমান মনে করবে। (ক্রন্দন)

(জঙ্গবাহাদুরের প্রবেশ ও মৈনাকীর একপার্শ্বে গমন)

জঙ্গবাহাদুর—তরুণা ! তরুণা ! তুমি কাঁদছ কেন ? আমার

এই বিজয়ের দিনে তুমি কাঁদছ কেন? মহারাণী আজ আমাকে রাজ্যভার দিয়েছেন! মহারাজ নিজ হাতে সই করে আমাকে প্রধান মন্ত্রী কোরেছেন। এমন শুভ দিনে তুমি কাঁদছ কেন তরুণা?

তরুণা– কার শুভদিন? তোমার শুভদিন; তুমি হাসো। তোমার বিজয়ভেরী বাজুক। তোমার কীর্ত্তি রাজ্যময় ঘোষিত হোক্। আমি মহারাণীর সঙ্গে পুণ্যধাম বারাণসী যেতে পারলে কৃতার্থ হতুম! কিন্তু অত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোথায় যাব? যেখানে যাব সেখানে যে তারা ছায়ার মত, আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে! আমাকে যাতনার তীব্র অনলে দগ্ধ করবে। শৈশবে রাজদরবারের কুমারী করবার জন্য মহারাজ কিনে এনেছিলেন আজীবন দাসীত্বই করে যে'তে হল। আমি ত চিরকালের হতভাগিনী!

জঙ্গবাহাদুর– (মৈনাকাকে দেখিয়া)

মা! ওমা! তুই ওযে এখানে মা! আমি তোকে কত খুঁজেছি? দেবী আমার! (নতজানু হইয়া)

মৈনাকী– হাঁ জঙ্গবাহাদুর! আমি ও এখানে। শেষ দেখার দিনে তোমাকে একটি কথা বলে যাব। তোমার সব আশা পূর্ণ হয়েছে—তোমার পূর্ণ ঐশ্বর্য্য হয়েছে। তুমি

এখন তরুণার প্রাণের আশা পূর্ণ কর। সে কথাই আজ তোমাকে বল্‌তে এসেছি—বলে যাব। আর জীবনে কোন দিন আমাকে দেখ্‌বে কিনা, জানি নে। তবে যাবার বেলা একটি কথা বলে যাব। তরুণা তোমার জন্য অনেক করেছে তোমার জীবন রক্ষা করেছে। গগসিংএর হত্যা ব্যাপারে তরুণার বুদ্ধি-বল না হলে তুমি টিকে থাক্‌তে পার্‌তে না। তোমার এই ঐশ্বর্য্য আজ তরুণার দ্বারাই হয়েছে। তুমি তাকে রাজ দরবারের কুমারী বলে ঘৃণা করো না। সে রাজদরবারে কর্ত্তব্য করে চলেছে—সে কর্ত্তব্যের রকম তোমার অবিদিত নয়। আমি বল্‌ছি—মহারাজের নানারকমে তুষ্টি সাধন কর্‌লে ও তার প্রাণ এখনো পবিত্র। কারো কাছে বিক্রীত হয় নাই। তোমার জন্য সে যতন করে রেখে দিয়েছে। যদি ধর্ম্ম রাখ্‌তে চাও—কর্ত্তব্য কর্‌তে চাও—নির্ব্বিঘ্নে মন্ত্রীত্ব করে যেতে চাও—তবে তরুণাকে তোমার জীবনের সাথী করে নাও। এই আমার শেষ কথা। (প্রস্থান)

জঙ্গবাহাদুর— মা! মা! তুই কোথায় যাচ্ছিস্ মা? আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুই আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছিস্ আজ?

(নেপথ্যে মৈনাকী)—আমি যাচ্ছি। যদি আমার কথা রাখ, সে সাহস তোমার হয়, যদি ধর্ম্ম রক্ষা কর, তবে জীবনের অসময়ে হয় ত আমাকে দেখ্‌বে। নৈলে এই শেষ বিদায়।

জঙ্গবাহাদুর—তরুণা।

তরুণা—কি বল্‌ছেন, মহামন্ত্রী।

জঙ্গবাহাদুর—তোমারই মন্দিরে তোমাকে আমি আজ আমার করে নিলুম। তুমি আজ মহামন্ত্রীর মহারাণী হলে। (আলিঙ্গন)

গান।

বাজুক বিষাণ উড়ুক নিশান, উড়ুক, উড়ুক, রে!
হৃদয় আশা হল পূরণ—বাজুক উড়ুক রে।
রইল কীর্ত্তি, রইল রে যশ,
রইল ধর্ম্ম হ'ল সন্তোষ,
আইল ভালবাসা শান্তি—বাজুক, উড়ুক্ রে।
গেল বিপ্লব গেল দ্রোহ,
গেল সবার মহামোহ,
উড়লোরে ঐ শান্তিনিশান উড়ুক, উড়ুক রে।

যবনিকা পতন।